শ্রী সুধাংশু সান্যাল মহাশয়কে
শ্রদ্ধাসহ
নিবেদিতা
৯/৮/৬৪

# ল'ল'না



নিবেদিতা দাস

প্রথম অভিনয় ২৭শে নভেম্বর ১৯৬১
মুক্ত-অঙ্গন দিবস

ঊষা প্রকাশনী
কলিকাতা-২৬

# ॥ উৎসর্গ ॥

আইনজীবি শ্রীঅভয়কুমার দাসকে—

১৯৬০-র নভেম্বর। মুক্ত অঙ্গনের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবসে। দ্বার উদ্ঘাটন করব নতুন নাটক দিয়ে, এবং সে নাটক হবে হাসির নাটক। আদালত রাজ্যের অদ্ভুৎ অদ্ভুৎ প্রহসন কাহিনী সেদিন তুমি শুনিয়েছিলে হেনরী সিসিলের গ্রন্থাবলীও পড়তে দিয়েছিলে। তা থেকেই জন্ম নিলো আমার স'ল'না। তাই এ স'ল'না তোমাকেই উৎসর্গ করলাম॥

নিবেদিতা দাস

# ॥ ভূমিকা ॥

একটি নির্ভেজাল বিশুদ্ধ কমেডি রচনা করার ইচ্ছে থেকেই ল' ল' নার
—হাসির খোরাকের বিশুদ্ধ অনুকৃতি—নির্মল হাস্যরসের উপস্থাপনা।
।।র অনেক বন্ধু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন নাটকটির মধ্যে কোনও 'বিশেষ' বক্তব্য না
য়। আরও ক্ষুণ্ণ হয়েছেন শৌভনিক কর্তৃক এ নাটক অভিনয়ে সার্থকতার
।ব দেখে। তাঁরা আশা করেছিলেন—আমি যখন নাট্যকার, তখন 'বিশেষ'
বলবই এবং আমার প্রতিষ্ঠিত শৌভনিক এমন 'বিশেষ' বক্তব্যের প্রচারক
। আর কিছু হতে পারে না। আমি দুঃখিত তাঁদের আশাহত ক'রে।
আমার আদর্শ থেকে আমি একচুলও বিচ্যুত হইনি। এবং তাই তাঁদের
লোচনায় আমি বিক্ষুব্ধও নই। প্রতিরাত্রে মুক্ত অঙ্গনের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ
।দিচ্ছে কর্মভারাক্রান্ত, শ্রান্ত, সমস্যাজর্জরিত আমার দেশবাসীর কাছে
ল' নার দেওয়া ক্ষণিকের নির্মল আনন্দটুকুর প্রয়োজন কত গভীর। এই
ল' ল' নার সার্থকতা! আর আনন্দই তো বেঁচে থাকার একমাত্র
ণা!

আমার ব্যগ্রতা ছিল বেশী—নাটকটি প্রকৃতই নাটক হয়েছে
না—সেই প্রশ্নে। এর প্রমাণও মিলেছে—কল্পনাতীত উৎস থেকে
চন্দন এসেছে। যাঁর কাছে এখন তিনি আমার সহকর্মী শ্রীবীরেশ
।পাধ্যায়। আমার বেশী কথা বলার অভ্যাসকে কলমের খাঁচায় সংযত
ত তিনি সিদ্ধহস্ত। বলতে লজ্জা নেই—তাঁর সম্পাদনা ছাড়া আমার
ট লেখাও নাটকের জাতে ওঠেনি। 'শৌভনিক' এর সফল প্রযোজনায়
।য় গৌরবান্বিত করেছেন। এর মঞ্চসজ্জাতেও পরিচালক শ্রীবীরেশ
।পাধ্যায় নাটকের ভাবরূপের প্রতীক তুলেধরে দর্শক সমাজের অকুণ্ঠ
ংসা লাভ করেছেন। প্রয়োগকল্পনায় প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করে
দের অবাধ কল্পনা বিহারের অবকাশ দিয়েছেন তিনি—তাই বুঝি

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা সহপাঠী শ্রীবিশ্বকল্যাণ দাসের। রেজিনা প্রেসের
দিলীপ ব্যানার্জীর হাত থেকে, কাজ শেষ না করা অবধি নিস্তার নেই।
শ্রীকুমার এবারও প্রুফ দেখে আমায় সাহায্য করেছে। তাকে ধন্যবাদ দিই।
তার ধন্যবাদ জানাই আলিপুর কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী জে, কে, গুপ্ত
শ্রীসুব্রত সিংহ ও শ্রীমতী মঞ্জু সিংহকে—যাঁদের দেড়পাতা অভিনন্দন আমায়
অনুপ্রাণিত করেছে সর্বাধিক পরিমাণে।

ল'ল'নাতে আইনকে কটাক্ষ করেছি নিশ্চয়—কিন্তু তা তার বৈসাদৃশ্য,
তার অনাবশ্যক জটিলতাকেই—তাকে নস্যাৎ করিনি বা উপেক্ষাও করিনি।
ললনার আর একটি অর্থ -"কন্যা"—আমার ল'ল'নাত সে কন্যা
কাহিনীও বটে।

মুক্ত-অঙ্গন

১লা শ্রাবণ ১৩৭১

নিবেদিতা দাস

# অঙ্গনে ল'ল'না অভিনয়ের চরিত্রলিপি

| | |
|---|---|
| রায় | বীরেশ মুখোপাধ্যায়, রথীন ঘোষ |
| ান | শতাব্দী মুখোপাধ্যায় |
| | গোপেন মুখোপাধ্যায় |
| | নিমু ভৌমিক |
| স | সুমিত্র গুপ্ত, গোবিন্দ গাঙ্গুলী |
| র্জ্জন | অশোক মিত্র |
| শু বাবু | গোপাল সান্যাল, সুধাংশু মণ্ডল |
| ষ্টার দত্ত | সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, টুলু মুখার্জী. |
| | শিবু মজুমদার, সুধীর দে |
| মুখার্জী | টুলু মুখার্জী, বিমল ব্যানার্জী |
| | সুমিত্র গুপ্ত, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, |
| | গোপাল সান্যাল |
| | বীরেশ্বর মিত্র |
| । | ননী দাস |
| । | শ্রীকুমার বিশ্বাস, দিলীপ দাস |
| সেন | নিবেদিতা দাস |
| নি | মিনতী চক্রবর্ত্তী |
| | মমতা দাস, রুমা গোস্বামী, শুভ্রা ঘোষ |
| | রুমা গোস্বামী |
| াসি | প্রণতা নন্দী |
| | অলকা পাল |
| ক সম্পাত | স্বরূপ মুখোপাধ্যায় |
| া প্রধান | বীরেশ মুখোপাধ্যায় |

: 'মুক্ত-অঙ্গনে' শতরজনী অভিনয় ধন্য **'ঝাঁসীর রাণী'**

"দর্শককে নতুন করেই দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম।......"

—আনন্দবাজার

"নাটকখানিকে একখানি সার্থক সৃষ্টি বলা চলে।"

—অমৃত

"বীরাঙ্গনা লক্ষীবাঈ-এর পরম আত্মত্যাগের কাহিনী দর্শকের দুই নয়ন অশ্রুসিক্ত করে তোলে। নাটকের প্রতি দৃশ্যে মহৎ আবেগের স্পর্শ রয়েছে—যা দর্শকের অন্তরকে অভিভূত করে রাখে। তাছাড়া অন্যান্য নাট্যগুণ এতে আছে যার মধ্যে প্রধান হ'ল নাট্যকৌতূহল।"

—দেশ

"এ নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইতিহাস এতে কোথাও ক্ষুন্ন হয়নি, এ কাহিনীর কোথাও অবান্তরত্ব নেই, কোনও চরিত্র অপ্রয়োজনীয় নয়।"

—যুগান্তর

॥ এক ॥
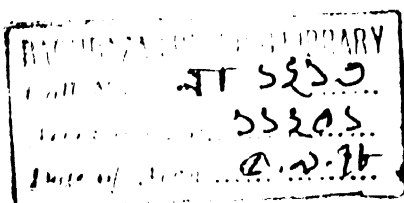
[পুরোণ বালীগঞ্জ পাড়া। বনেদী আমলের পুরোণ একটি বড় বাড়ীর
া দেওয়া ঘেরা বারান্দা। গদী মোড়া পুরোণ দিনের সোফা কোচের
 হাল আমলের হাল্কা বেতের চেয়ারগুলো মানানসই ক'রে সাজানো,
ঠের স্ট্যাণ্ডে ফুলদানে ভর্ত্তি বাড়ীর বাগানের মন-ভোলানো টাট্‌কা ফুলের
ছা। সময় সন্ধ্যা। সুতপা জায়গাটি আরো মনোরম ক'রে তোলার
জে ব্যস্ত। পিসীমণি সরলা, যথারীতি বোনার থলি নিয়ে বসেছেন।
জের ফাঁকে ফাঁকে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে সুতপা, আর তাকাচ্ছে বাইরের
জার দিকে]

সুতপা

ইস্, এত দেরী করছে এরা!

(নেপথ্য থেকে মেজরের বিরক্তিভরা কণ্ঠ ভেসে আসে)

নেপথ্য

নন্‌সেন্স্! ছুঁচোর দল।

(দুজনে চম্‌কে ওঠে)

সুতপা

এইরে! বাপী আবার ক্ষেপেছেন। কী করি বলত? ওরা
াক্ষুনি এসে পড়বে যে! পিসীমণি, তুমি একটু সামলাও, লক্ষ্মীটি।

সরলা

যাব যে, এখন আমার কথাই কি শুনবেন? মাথায় ঘুরছে হয়তো
াগজের কোন্ নতুন মামলার খবর। কোন্ উকিল কার সর্ব্বনাশ
রল, কোন্ ব্যারিষ্টার তার মক্কেলকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে ক্যাডিলাক
ড়ছে—

সুতপা

তুমি যাই বল—এ কিন্তু বাপীর বাতিক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। উকিল ব্যারিষ্টার হলেই লোক খারাপ হবে, তার কি মানে আছে?

সরলা

তা বটে, বাতিকই বটে। কিন্তু একদিনে ত হয়নি। অতবড় একটা বিরাট পরগণার মালিক তোর ঠাকুর্দ্দা—সরিকের সঙ্গে রেষারেষির মামলায় সর্ব্বস্বান্ত হলেন। তারপর অতি কষ্টে আবার একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁই হয়েছে। আর শুধু তোর ঠাকুর্দ্দাই বা কেন? এবংশের চোদ্দপুরুষই ত কোর্টঘর ক'রে ক'রে সব খুইয়েছেন। তাই কোর্ট-ঘর, উকিল-ব্যারিষ্টারের ওপর ওঁর এত রাগ। এইতো স্বাভাবিক।

সুতপা

না। এটা নিছক complex এর ব্যাপার। 20th centuryর মাঝখানে দাঁড়িয়ে দরকার হ'লেও কোর্টে যাবনা, কেস্ করবনা, পুলিশ ডাকবনা—ludicrous চিন্তাধারা। অন্যায় ক'রে না করলেই হ'ল! দরকার হ'লে প্রয়োজন বোধ করলে কোর্টের সাহায্য নিতে হবে বৈকি।

( মেজরের প্রবেশ )

মেজর

No. দরকার হলেও, প্রয়োজন বোধ করলেও কোর্টে যাবেন কেস্ করবেনা। উকিল ব্যারিষ্টারদের খপ্পরে পড়বে না।

( ভীষণ ঘাবড়ে যায় সুতপা )

সুতপা

না বাপী, আমি কথাটা ঠিক ওভাবে বলিনি। আমি বলছিলাম দরকার হলে—

মেজর

না। দরকার হলেও না।

সুতপা

যদি বি-বিপদে পড়ি তখন ?

মেজর

তখন শত্রুর সঙ্গে আপোষ করবে তবু কোর্টে যাবে না। উকিল
ষ্টারের পকেট ভরাবেনা।

সুতপা

নিতান্ত বাধ্য মেয়ের মত ঘাড় নাড়ে)—আচ্ছা।

সরলা

তুমি শুধু একটা দিকই দেখছ দাদা—

মেজর

(অগ্নিদৃষ্টিতে তাকান) what! আমি will করে রেখেছি।
র বংশের কেউ কোনোদিন উকিল ব্যারিষ্টারদের সঙ্গে
না সম্পর্ক রাখতে পারবে না। রাখলে, আমার সম্পত্তির এক
কও পাবেনা--

সুতপা

(ধপ্ করে বসে পড়ে) এঁ্যা !!

(মেজর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান, সুতপা ঘাবড়ে গিয়ে ঢোঁক
ফেলে) গলায় কি যেন আটকে গিয়েছিল।

মেজর

Rubbish! (গট্ গট্ করে উঠে ভেতরে চলে যান)

সরলা

(ব্যস্ত হ'য়ে) দাদা, দাদা! দিলে'ত দাদাকে রাগিয়ে!

(মেজরের পেছন পেছন প্রস্থান)

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজা দিয়ে ঢোকে অধিপ সেন ও নীতা সেন।
থেকে সোজা এসেছে নীতা। গাউনটা খুলতে খুলতে ঢোকে। ঢুকেই

সুতপার গায়ের ওপর ছুঁড়ে দেয় কালো গাউনটা। সঙ্গে সঙ্গে সুতপা
হাসিমুখখানা ভয়ে কালো হয়ে যায়। হতভম্ব হয়ে গাউনটা হাতে ধরে
তাকিয়ে থাকে বিস্ফরিত দৃষ্টিতে )

নীতা

উঃ দিপুটার তাড়ায়—কোর্ট থেকে সোজা চলে আসতে হল
ওকি! ওভাবে তাকিয়ে আছিস্ কেন? চোখের সামনে যেন ভূত
দেখেছিস!

সুতপা

উহুঁ! বা—বা!!

( অধিপেরও এতক্ষণে নজর পড়ে গাউনটার দিকে। চেয়ার থেকে
লাফিয়ে ওঠে )

অধিপ

এ্যাঁ দিদি! গাউনটা তুই পরে এসেছিস্?

নীতা

( কাঁদ কাঁদ হয়ে ভেংচে ওঠে ) পরে এসেছিস? তা এতক্ষণ দেখতে
কি হয়েছিল? খোলার সময় দিয়েছিলি?

নেপথ্যে সরলা

কইরে তপু তোর বন্ধুরা এল?

(সুতপা ঘাবড়ে গিয়ে নীতার গায়ে গাউনটি ছুঁড়ে ফেলে এগিয়ে যায়
ভেতরের দরজার দিকে। নীতা আঁতকে উঠে সেটা পেছনে লুকিয়ে ধরে।
সরলার প্রবেশ, সুতপা তার সামনে ছুটে গিয়ে পথরোধ করে—আড়াল
করতে চায় নীতাকে)

সুতপা

এই যে আমাদের পিসীমণি! কেমন মিষ্টি দেখেছিস! কেমন
ফ্যাটি, ফ্যাটি, সুইটি সুইটি!

সরলা

ওরে ছাড়্ ছাড়্—

সুতপা

পিসীমণি! এই নীতা সেন, ঐ অধিপ সেন।

(গাউনটি সামলাতে সামলাতে কোন মতে নীতা প্রণাম সারে, অধিপও
াড়ষ্ট ভাবে প্রণাম করে)

সরলা

বোস বোস। আমরা ব্যস্ত হচ্ছিলাম তোমাদের দেরী দেখে।

সুতপা

কিন্তু চা কই? ও পিসীমণি তুমি একটু দেখনা—

সরলা

এই যে যাই। তুই দাদাকে ডাক—

(সরলার প্রস্থান)

সুতপা

বাপী— ওরে বাবা গাউনটা?

নীতা

(বেপরোয়া ভাবে) ও আমরা ম্যানেজ ক'রে নেবো। তুই বাবাকে
াক্না—

সুতপা

আচ্ছা,— বাপী —

(প্রস্থান)

অধিপ

(ক্ষেপে ওঠে) ম্যানেজ করবে! নাও কর ম্যানেজ। একশ'বার
ন্তয় বলে দিয়েছিল ওদের বাবা যেন কিছুতে টের না পান। যেমন
রে এসেছ—এখন কর ম্যানেজ! আমি কিছু জানিনে—আমি
াকজন—

নীতা

(অম্লান মুখে) এটর্নী।

অধিপ

না। আমি একজন হেড মাষ্টার।

নীতা

(কাঁদ কাঁদ) হেড মাষ্টার? আর আমি? আমি কি? ব্যা-ব্যা—

অধিপ

(ধমকে) ব্যা—ব্যা—নয়।

নীতা

(ব্যাকুল) তবে!

অধিপ

(গালে হাত দিয়ে বসে) থাম্, ভাবছি।

নীতা

(গদ গদ) হ্যাঁ ভাব্ ভাই—ভাব্। ওরে বাবা, পায়ের শব্দ। এসে পড়লেন বুঝি! কী-বল্‌বিত। টাইপিষ্ট?

অধিপ

ধ্যাৎ।

নীতা

টেলিফোঁ—

অধিপ

No.

নীতা

তবে কি? ওরে বাবা—বল্‌না তাড়াতাড়ি, মেয়েগুলো আজকাল কত কিযে করে—হয়েছে—এয়ার হোষ্টেস্—

অধিপ

(কট্‌মট্ ক'রে তাকায়) ধ্যাৎ, সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে।

নীতা

ব্যাকুল হয়ে ওঠে) তবে কি ? বলবিত ? ওরে বাবারে— পায়ের
-ও দিপু—! দি আইডিয়া—ঠিক হয়েছে film star.

অধিপ

টা সেকেলে বনেদী বাড়ী। সে খেয়াল আছে ? film
! এই বুদ্ধি নিয়ে ব্যারিষ্টারী করেন। সাধেকি মেয়েছেলে
—

নীতা

প্রাণপণে অধিপের মুখ চেপে ধরে) ও দিপু বলিস্নি বলিস্নি।
নেপথ্যে পায়ের আওয়াজ স্পষ্ট দুজনে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে জপ করতে

নীতা

এক, তিন, সাত, পাঁচ।

অধিপ

আটষট্টি, তিরানব্বই, পাঁচশি।

প্রবেশ করে সঞ্জয় রায়। দুজনকে চোখ বুঁজে মন্ত্র পড়তে দেখে
হয়।)

সঞ্জয়

কি ব্যাপার ? —মামতা পড়ছ কেন ?
ওদের সাড়া পেয়ে এরা চোখ খোলে, নীতার বিহ্বল-ভাব কাটেনি )

নীতা

হেড মাষ্টার দিপু।

সঞ্জয়

সকৌতুকে) হেড মাষ্টার !

নীতা

না, দিপু। কিন্তু আমি ? আমি কি ?

সঞ্জয়

তার মানে ?

(হেসে ফেলে) ওহো— বাবা ?

নীতা

হ্যাঁ, কিন্তু এসে পড়লেন যে, কি বলব বলনা—

( সঞ্জয়ের নজর পড়ে নীতার পেছনে লুকিয়ে রাখা গাউনটি। চোখ বড় হয়ে ওঠে। প্রবেশ করেন মেজর ও সুতপা )

মেজর

Hallo ! Hallo ! Sweet friends ! আমরা অপেক্ষা করছিলাম তোমাদের জন্য।

( হাত বাড়িয়ে নীতা ও অখিলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করেন— এক পাশে কৌচে বসে পড়েন )

নীতা

আমাদের একটু দেরী হয়ে গেল।

মেজর

(হাসতে হাসতে) ওটুকু late ক্ষমা করা যেতে পারে—

মেয়েদের প্রসাধন ত ? হাহা।

সঞ্জয়

(চট করে ধরে নেয়) হেঁ হেঁ—ওটুকু সময় লাগেই।

( ছেলের সাড়া পেয়ে মেজর ফিরে তাকান, চোখে কৌতুহল ঘনিয়ে ওঠে। নীতার পাশে সঞ্জয়—সুতপা অখিলের কাছটিতে, ৪ জনকে বার ক'রে ভাল ক'রে দেখে নেন। ওঁর দৃষ্টির সামনে ছেলে-মেয়েরা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে মেজর সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করেন)

মেজর

Hallo ! সঞ্জয় এ সময়ে বাড়ীতে ? তোমার Engineer Club উঠে গেল নাকি ?

সঞ্জয়

(অপ্রস্তুত) হ্যাঁ, মানে—না। পিসীমণি বলল আজ নীতারা

ছ—

সামলাতে (চেষ্টা করে) তাছাড়া আজ ক্লাবে ব্রিজ এর competi-

হচ্ছে—আমিত তেমন—

মেজর

(ব্যঙ্গ) তেমন ব্রিজে expert নও? তাই—না, কি বল?

( সঞ্জয় বোকার হাসি হাসে )

হঠাৎ মেজরের নজর পড়ে নীতার ওপর। নীতার পেছন দিকে ঘাড়

য়ে কি লক্ষ্য করতে করতে এগিয়ে আসেন তার দিকে। সকলে কাঠ

ওঠে। ভাবে, গাউনটি বোধ হয় ধরা পড়ল। )

মেজর

Oh! nice, nice, চমৎকার। অবিকল প্রাচীন ভারতের

ী রচনা। কোত্থেকে শিখলে মা, খোঁপা বাঁধার এমন style?

( সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। নীতা তোৎলায় )

নীতা

আ—আমার কাছে কিছু collection এর collection

ছ—

মেজর

What!

অধিপ

(সংশোধন করে) মানে ছবির collectoin আর কি—

মেজর

Oh! তাই বল। হা-হা হা। চমৎকার! চমৎকার। প্রসাধন একটা

—শিল্পকলা। আজকাল সমাজটা বুঝলে মা—বড় matter of

ct হয়ে উঠেছে। অবশ্য কঠিনও হয়েছে, সে কথা অস্বীকার

করছিনা। speed—গতি—গতি—সকলে যেন হুহু করে ছুটে চলেছে—কোনো দিকে দিক্‌পাত নাই। Bogus, শুধু খাওয়া আর পরা—তাতেই সমস্ত প্রাণশক্তি নিঃশেষিত। কলা-শিল্পের চর্চা করবে—সাধনা করবে—কখন? সময় কোথায়?

নীতা

মেশোমশাই—কতবড় সত্যটা কি সুন্দরভাবে গুছিয়ে বল্লেন!

মেজর

হা-হা-হা। সুন্দর করে বলেছি? মা, জীবন সংগ্রামে তো পিছু হটলে চলবে না, শিল্প ও জীবন—এরা যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে—আলাদা করবে কেমন করে? I am sorry, তোমাদের তুমি তুমি বল্‌ছি, কিছু মনে করছোনা'ত?

নীতা

আপনি বল্লেই মনে করতুম—নিজের মেয়ের মতো ভাবতে পারছেন না।

মেজর

নিজের মেয়ের মত? হা-হা-হা। তপু—শুনছিস, তোর rival, প্রতিদ্বন্দ্বী। হা-হা-হা। নিজের মেয়ের মত প্রথম থেকেই 'ত মনে করে নিয়েছি মা।

সরলা

সত্যি দাদা। একদিনেই মনে হচ্ছে কতদিনের আলাপ। রূপে গুণে এমন চমৎকার—

সঞ্জয়

(কপট গাম্ভীর্য্যে) পিসীমণি—কাউকে সামনাসামনি এ ভাবে প্রশংসা করা উচিত নয়—তাহলে বেলুন এমন ফুলে উঠবে—

মেজর

যে তোমার ধরাছোঁয়ার গণ্ডী ছাড়িয়ে আকাশে উড়ে যেতে

রে। তাতে তোমার যে বিশেষ লোকসান—তা অবশ্যই বুঝতে রছি। কি বলিস তপু—ঠিক বলিনি? হা-হা—

সুতপা

বিশেষ লোকসান বাবা।

(য নীতা লজ্জায় মাথা নামায়। মেজর, সরলা ও সুতপা হাসতে থাকেন)

মেজর

হা-হা। তা তোমাদের করা হয় কি?

(ছেলে মেয়েরা এক মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে।)

I mean your profession. ছাত্রী! চাকুরীজীবি?

(কোন উত্তর নেই। এরা পাথর হয়ে গেল। মেজর ও সরলা ওদের থা দেখে বিস্মিত হন, মেজর নীতাকে বলেন)

ও হো। লজ্জা পাচ্ছ? লজ্জা কি মা? আজকালকার মেয়েরা জেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াবে—ভাবী স্বামীর পকেটের ওপর নির্ভর বেনা, এটাই তো আদর্শ হওয়া উচিত। আর এটাই আমি পছন্দ রি। Look, সুতপা। Typical সেকেলে মেয়ে। দিনরাত র বসে বসে সাধনা হচ্ছে কেমন করে সুন্দরী হবে। কেমন করে কটি সুন্দর—

(সকলে হেসে ওঠে। সুতপা দারুণ আপত্তি করে)

সুতপা

বাপি! তুমিই তো আমায় চাকরী করতে দাওনা, ফাঁস করে ই তোমার দুর্বলতা? জানিস ভাই দুপুরবেলা পাকা চুল তুলে বার জন্যই—

মেজর

আহাহা থাম্ থাম্ কি বিপদ—

(সকলে মেজরের দুর্বলতায় হাসতে থাকে)

(হঠাৎ মনে পড়ায় অখিলেশের দিকে চেয়ে)

হ্যাঁ—তুমি—তুমি—

নীতা

(বলে ওঠে)    ও দিপু—দিপু—অধিপ—

মেজর

হ্যাঁ হ্যাঁ অধিপ। তুমি কি কর?

(সঞ্জয় টপ্ করে ধরে ফেলে)

সঞ্জয়

বাপি! তোমার বাগানের গোলাপগুলো দিন দিন কি চমৎকারই যে হচ্ছে। ঐ যে বিরাট চাঁদের মত পাঁপড়িওলা হল্‌দে গোলাপটা—কি যেন নাম?

মেজর

মার্মেড্! ওটা তো প্রতিবছর অগুন্তি ফুটছে।

অধিপ

গোলাপ আমি এত ভালবাসি—

নীতা

সত্যি! সত্যি!

অধিপ

মেশোমশাই। আপনি কি নিজের হাতে বাগান দেখাশোন করেন?

মেজর

ঠিক নিজের হাতে নয়। একটা মালী আছে, তবে আমাকেই—

নীতা

গাড়ী থেকে নেমে, প্রথমেই নজর পড়ে আপনার বাগানটির ওপর।

সুতপা

আর জানো বাপি, তোমার সঙ্গে আলাপ করার চেয়ে ঐ বাগানের প্রতিই ওদের বেশী আগ্রহ।

অধিপ

বারে ! আমার কি দোষ ? আমা লোভনীয় গোলাপবাগ। সেই মনটা টানে।

সরলা

গোলাপ তুমি এত ভালবাস ?

নীতা

কে নয় পিসিমা ? আমি'ত আমার ঘরে গোলাপ ছাড়া অন্য কোনো ফুল সহ্যই করতে পারি না। শুধু red roses.

সুতপা

( একান্তে ) Red roses for love

নীতা

তুষ্টু। Black prince দেখে ভোলে না এমন কেউ আছে পৃথিবীতে ?

সঞ্জয়

আর যোসেফিন ব্রুস ?

নীতা

অপূর্ব !

সুতপা

গতবার Exhibitionএ বাবার যোসেফিন first হয়েছিল।

নীতা

সত্যি ?

সুতপা

আমার কিন্তু মার্শাল নীল ভালো লাগে।

অধিপ

আমারও। ওর গন্ধ আমায় পাগল ক'রে তোলে। বিশেষ ক'রে জ্যোৎস্না রাতে—

সঞ্জয়

কাকে ফেলবে বলতে পার? এনা হার্কনেস?

নীতা

এনা হার্কনেস্? Oh! lovely—I love them.

স্বরূপা

আর ফ্রেন্‌শ্যাম? ফ্যাশন? কোন্‌টা নয়!

অদিপ

ঠিক বলেছ, roses and roses—the world of roses only!

(মেজর সকৌতুকে উপভোগ করছিলেন অধিপের কথা লুফে নেন)

মেজর

There are thorns too, in the world of roses I mean. হা-হা-হা—

(সকলে হেসে ওঠে। হাসির পর হঠাৎ স্তব্ধতা। মেজর চুরুটে টান দিতে দিতে হঠাৎ মনে করেন)

মেজর

হাঁ। কি যেন আলোচনা হচ্ছিল?

সরলা

হাঁ দাদা। তুমি Miss Senকে জিজ্ঞাসা করছিলে উনি কি করেন?

(সকলে আবার বিমূঢ় হ'য়ে পড়ে। হঠাৎ নীতা অন্য পথ ধরে)

নীতা

পিসিমা। আপনি আমায় Miss Sen বলছেন, আপনি বলছেন? যান আপনার সঙ্গে কথা কইব না।

(সকলে হাসে। মেজরও সস্নেহে হাসতে থাকেন। এই সময়ের মধ্যে অধিপ প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের জন্য তৈরী হ'য়ে নেয়)

মেজর

(অধিপকে) হাঁ—তা—তুমি—

অধিপ

মেশোমশাই, আপনিত নানান ফুলের চারা নিয়ে grafting রে থাকেন। নতুন একটা গোলাপ সৃষ্টি করুন না। আপনার মে তার নাম রাখলে—

সঞ্জয়

(লুফে নেয়) Grand idea, বাপি ?

মেজর

(পরিতৃপ্তির হাসি) আমি experimentএ এখনো খুব success- হইনি। যদি সফল হই, তোমাদের ইচ্ছেই পূরণ করা যাবে।

( আবার চুপ-চাপ, আবার অস্বস্তি )

( পূর্ব প্রসঙ্গ মেজরের মনে পড়ে। সরলারও)

মেজর

হাঁ—তা

সরলা

হাঁ দাদা তুমি—

( সুতপা পিসিকে শেষ করতে দেয় না )

সুতপা

সেই নতুন গোলাপের রং কি হবে বাপি ?

মেজর

Suggest কর তোমরা ?

নীতা

লাল।

সঞ্জয়

হলদে, আর তাতে নীলের আভা।

সুতপা

না, Summon pink.

অধিপ

সাদার মত রংই নেই।

সঞ্জয়

ধ্যাৎ! একেবারে সাদা নয়। যদি সাদার সঙ্গে রক্তের আভ মিশিয়ে চাঁপার মত delicate একটা রং বার করা যায়—

( এদের ছেলেমানুষিতে মেজর হাসতে থাকেন )

মেজর

মন্দ নয়, মন্দ নয়। সবকটি রংই গোলাপের উপযুক্ত। কিন্তু এ সব বাদ দিয়ে কোনও uncommon রং—ধরো নীল—আকাশী নীল রংএর গোলাপ? কেমন হয়?

নীতা

চমৎকার হয় মেশোমশায়—দুর্লভ জিনিষ হবে—

মেজর

ঠিক। দুর্লভ! নীল রংটাই যে দুর্লভ। তার ওপর গোলাপের মত মেজাজী ফুলে নীল রং ধরানো খুব মুস্কিল বুঝলে মা—ওর chemicalsগুলো—মানে সবই experiment এর ব্যাপার 'ত? at all সফল হব কিনা বলা শক্ত---

নীতা

হবেন নিশ্চয় হবেন। আপনিই ঠিক পারবেন মেশোমশাই।

মেজর

আমিই ঠিক পারব? হা-হা কোথাকার পাগ্‌লী মেয়ে; এঁ্যা? হা-হা-হা—

( আবার চুপচাপ )

মেজর

হ্যাঁ যে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল—

নীতা

(প্রায় মরিয়া হ'য়ে) মেসোমশাই—( মেজর চুপ ক'রে যান। তাকান জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নীতার দিকে) Oh ! I am sorry.

মেজর

বল। থামলে কেন ?

নীতা

না—একটা কথা শুনেছিলাম—তাই—। আপনার কথার মধ্যে দিলাম—

মেজর

তাতে কি হয়েছে। কি শুনেছিলে, বল।

নীতা

না মানে, শিকারীদের কথা—আমার ভীষণ কৌতুহল—মানে মা এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলতেন—

মেজর

কি রকম ?

নীতা

শিকারের নেশা নাকি সাংঘাতিক নেশা। রাতে ঘুমোন যায়না—যেন জোর ক'রে টেনে নিয়ে যায় বনের মধ্যে—ঠিক ভৌতিক আকর্ষণের মত ?—

মেজর

কথাটা খুব মিথ্যে নয়। শিকারীদের মধ্যে রক্তের নেশা জন্মে। ভৌতিক টৌতিক নয়—বনজঙ্গলের এমনিই একটা তীব্র আকর্ষণ থাকে—তা তোমার যখন এত কৌতুহল-আমার লাইব্রেরীতে অনেক বড় বড় শিকারীর আত্মজীবনী আছে—নিয়ে যেও—

নীতা

(ঢোঁক গিলে) নিশ্চয় নেব মেসোমশাই।

( আবার চুপ চাপ )

মেজর

হুঁ ... াঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল-এই দেখ বুড়োবয়সের দো
কথা থেকে অন্য কথায় চলে যাই। বোধ হয় আমরা গোলাপ স
আলোচনা করছিলাম-তাই না মা ? নতুন গোলাপ তৈরী
কথা!

সকলে

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। গোলাপের কথা

সরলা

না দাদা। তারও আগে তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে এরা কি কা

সুতপা

(প্রায় ক্ষেপে গিয়ে) বেচারি চন্দ্রমল্লিকা। তোর দিকে কেউ ফি
তাকাচ্ছেনা। ( ফুলদানিতে রাখা ফুলের গোছা বুকের কাছে তুলে
শুধু গোলাপ আর গোলাপ। চলরে, আমার ঘর ছাড়া তোর
জায়গাই নেই।

নীতা

মোটও না। সম্পূর্ণ ভুল বোঝাচ্ছে তোকে। চন্দ্রমল্লিকা
বাসেনা এমন মানুষ আছে নাকি ?

( অদিপ উঠে গিয়ে ফুলের তোড়ার মধ্যে একটী ফুল বেছে নেয়)

অদিপ

এটা কি ফুল ?

মেজর

জিনিয়া।

অদিপ

জিনিয়া। ওমা এত বড় জিনিয়া কক্ষনো দেখিনিত !

নীতা

সত্যি কি বিরাট। ওমা। কত রকমের ফুলই যে সংগ্রহ
রেছেন মেসোমশাই।

( সস্নেহ প্রশ্রয়ে মেজর হাসতে থাকেন সরলার দিকে চেয়ে )

মেজর

হা-হা-হা। দেখ্ দেখ্। কাণ্ড দেখ ছেলেমেয়েগুলোর।
ল ফুল করে পাগল হ'ল সব। তা বলি মালক্ষ্মীরা বিয়ে থা ক'রে
সোরী তো হ'তে হবে একদিন। সংসারের অতি প্রয়োজনীয় তুচ্ছ
নিস, যেমন ধর তরিতরকারী—আলু, পটল, কাঁচকলা, ওল—
সবের প্রতি কোনও আগ্রহ আছে কি ?

( সকলে বিমূঢ় )

-থাকে যদি, আমার সব্জীবাগানটাও না হয় ঘুরে এস একবার।
মি বাজী রাখতে পারি-সে বাগান দেখেও তোমরা এমনি উচ্ছ্বসিত
য়ে উঠবে।

নীতা

নিশ্চয় নিশ্চয় ! নিজের বাড়ীর গাছের তরিতরকারী—

অধিপ

তার স্বাদই আলাদা।

সঞ্জয়

( পালাবার এ সুযোগ ছাড়েনা ) চল যাবেত ?

সরলা

এই রাত্তিরে ?

( সকলে মহাউৎসাহে লাফিয়ে ওঠে )

নীতা

তাতে কি হয়েছে তাতে কি হয়েছে। মেসোমশাই আপনি
আমাদের সঙ্গে চলুন না।

( বেয়ারা ঢুকেছিল চায়ের কাপগুলো তুলে নিতে।
নীতা উঠতেই কালো গাউনটী মাটিতে পড়ে যায়।
বেয়ারা সেটী তুলে ধরে )

বেয়ারা

এটা কার ?

( ৪ জন ছেলে মেয়ে প্রাণপণে তাকে ইসারা করে গাউনটী সরিয়ে ফেলতে

নীতা

চলুন না মেসোমশাই।

মেজর

আমি আবার কেন ?

সকলে

না না চলুন ।

বেয়ারা

( ইসারা বুঝতে না পেরে ) আজ্ঞে ? লুকিয়ে ফেলব ?

(কথাটি মেজরের কানে যায়)

মেজর

লুকোবে ? কি লুকোবে ? কি হয়েছে দেখি ? ওটা কি ?

( ৪টি ছেলেমেয়ে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেছে। মেজর উঠে গি
গাউনটী তুলে ধরে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন )

উকিলের গাউন—আমার বাড়ীতে ? এটা কার ? কার এট

নীতা

আমার।

মেজর

তোমার ? মানে তুমি কি—

নীতা

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

মেজর

হ্যাঁ? হ্যাঁ কি?

নীতা

ব্যারিষ্টার।

সরলা

সর্বনাশ! যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়। দেখি
।ধিপকে জিজ্ঞাসা করে। অধিপ তুমি কি কর?

অধিপ

এটর্নী।

( প্রচণ্ড আঘাতে মেজর স্তব্ধ হয়ে গেছেন )

স্বতপা

(বাঁচাতে চায়) এছাড়া ওদের কোনো উপায় ছিলনা বাবা।
।দের বাবা জজ, ঠাকুর্দ্দা—

মেজর

(ঠাণ্ডা গলায়) জজ কিম্বা ম্যাজিষ্ট্রেট

সঞ্জয়

ম্যাজিষ্ট্রেট ঠাকুর্দ্দা নয়, কাকা।

মেজর

Oh! God.

( আলো নিতে যায় )

## ॥ দুই ॥

(জাষ্টিস্ চন্দ্রমাধব সেনের বাড়ীর বাগান। জন্মদিনের উৎ দলে দলে তরুণ-তরুণী আনন্দ করছে। অধিপের হাত ধরে টান্তে ট প্রবেশ করে সুতপা।)

সুতপা

কি হচ্ছে কি অধিপ! আজ তোমার বাবার জন্মদিনের উৎ আমরা তোমার আমন্ত্রিত অতিথি—আর তুমি মুখ গোমড়া ব ব'সে থাকবে?

অধিপ

না, তুমি জানো না। আমার ওপর দিদির একটা Tra tional রাগ আছে। কেন, কেন? অন্য কথা বলতে পারে ন ঘুরেফিরে সেই ডলির কথা।

সুতপা

তা কি করবে বলো? ওরা জানে তুমি আমাকে ইয়ে ব সে অবস্থায় যদি তুমি ডলিকে প্রেমপত্র লেখ—

অধিপ

(তেড়ে ওঠে, সুতপার চোখে চোখ পড়তেই হেসে ফেলে।)

তু—তুমিও? ঐটুকু বাচ্চা—সাত বছরের মেয়ে।

সুতপা

সাত কি সতেরো জনছে কে? চোখে ত আর দেখিনি?

অধীপ

আবার?

সুতপা

(খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে) দেখছত? ২৫ বছরের খোকা Haven't crossed the teens yet!

অধীপ

মিও আমাকে টার্গেট করলে ?

বাইরে থেকে সমবেতকণ্ঠে হাসির আওয়াজ। একদল প্রবেশ করে। স্থতপাকে মেয়েরা অধিপকে ঘিরে ধরে। )

( স্থতপাকে ) অমিয়

তাইত বলি, বাগানটা এত অন্ধকার কেন ?

নীরেন

সবটুকু আলো যে এই একটী জায়গায়ই জমাট বেঁধেছে ! চাঁদ ত কৃপণ তা আগে জানা ছিল না।

অমিয় ও স্থজিত

হিয়ার্ হিয়ার্।

( অন্যদিকে )

বীণামাসী

আপনি এখানে ? কতক্ষণ ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি আপনাকে। মত সাধনা বল্লেই চলে।

( মিলিকে ইশারা করে )

মিলি

( দম দেওয়া পুতুলের মত পুনরাবৃত্তি )

রীতিমত সাধনা বল্লেই চলে—

অধিপ

এইত—এখানেইত—এই অল্পক্ষণ আগে—

অমিয়

হঠাৎ )

চাঁদ ওঠে, ফুল ফোটে ছুম্‌দাম্।
বাগানের কোণেতে
স্থতপিনী বসে আছে ছিমছাম।
আমরা চাতক।
ঘুরে মরি দুদ্দাড়।

নীরেন ও সুজিত

হিয়ার্ হিয়ার্।

( সুতপা এই অপরূপ বন্দনা শুনে খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে ওপাশ থেকে অধিপ মেয়েদের গণ্ডীর ভেতর থেকে গলা বাড়িয়ে বলে )

অধিপ

কি হ'ল সু ?

সুতপা

কবিপ্রবরের একটী কবিতা।

অধিপ

ও।

রীণামাসী

আর আপনাকে ছাড়া হবে না অধিপবাবু। আমরা আপঃ বন্দী ক'রে নিয়ে যাব। কি বলিস মিলি ?

( রীণামাসী হাসে। মিলি আরো জোরে হাসে। )

মিলি

ঠিক বলেছ মা।

অধিপ

বেশত, বেশত, কোথায় ?

( ওদিকে) সুজিত

এটা কিন্তু কবিতা হ'ল না মিঃ ভৌমিক।

অমিয়

কেন ? কেন শুনি ?

সুজিত

মানে বোঝা গেল যে ! তাই এটা কবিতা নয়, গবিতা।

( সকলে হেসে উঠে )

সুতপা

আমার কিন্তু বেশ লেগেছে।

অমিয়

( গদ্‌ গদ্‌ ভাবে ) লেগেছে? আমি ধন্য।

নীরেন

কিন্তু আপনাদের নিভৃত আলাপের মুহূর্তটুকু চুরি ক'রে যে অপরাধ করেছি—

সুস্মিত

তার জন্য আমাদের মার্জনা করতে হবে।

সুতপা

চুরি ক'রে মার্জনা? শুনছ অধিপ!

অধিপ

( ওদিক থেকে ) উঁ! কি হ'ল?

সুতপা

এ'রা আমাদের কাছে অপরাধ করেছেন, তাই মার্জনা চাইছেন।

অধিপ

কিছুতে কোরোনা।

বীণামাসী

( মিলিকে ঠেলে ) হাবা মেয়ে, এগিয়ে যাওনা। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। কি বরাতই না করেছি, এ্যাঁ? নিজের ভালোরটাও বোঝেনা গা?

মিলি

আঃ মা, একটু চুপ কর—শুনতে পাবেন যে—।

বীণামাসী

থাম! আমাকে শেখাস্‌নি। সবাই টেক্কা দিচ্ছে—তাও বোঝেনা গা।

মিলি

অধিপ বাবু— ( হাতের গোলাপটি দেয় )

অধিপ

বলুন। ওঃ ধন্যবাদ।

রীণামাসী

( মিলিকে ঠেলে ) যা—এগিয়ে যা, কথা ক' বল্—

মিলি

অধিপ বাবু।

অধিপ

বলুন।

মিলি

আপনার বাবার আজ বয়স কত হ'ল ?

রীণামাসী

(সকলে হেসে ওঠে) আহা। কি কথার ছিরি। ঘটে এতটুকু বুদ্ধি নেই। বল্—আমাদের বাড়ীতে একদিন যেতে হবে।

( রীণামাসীর প্রচণ্ড ঠেলা খেয়ে মিলি এগিয়ে আসে )

মিলি

আমাদের বাড়ীতে একদিন যেতে হবে।

রীণামাসী

সত্যি।

অধিপ

আচ্ছা যাব।

অমিয়

অধিপ বাবু, এ কিন্তু আপনার পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে।

অধিপ

াচ্ছা, আপনার বাড়ীতেও একদিন যাব।

(সবাই হোহো ক'রে হেসে ওঠে)

নীরেন

সুতপাকে ) অধিপবাবু মার্জনা করতে বারণ করেছেন। এ

ত একপেশে, অতএব নাকচ। মার্জনা করতেই হবে।

স্থমিত

াইলে ছাড়ছে কে ?

অমিয়

রুণাপ্রার্থীর জোরইত ঐখানে।

নীরেন ও সুমিত

হয়ার, হিয়ার। ঠিকত। আমাদের জোরত ঐখানে।

অধিপ

তোমায় হিংসে হচ্ছে সু।

সুতপা

াবদ্দার। হিংসা পাপ। বিশেষ ক'রে তোমার আমাকে।

অমিয়

আমরা কিন্তু আপনার ভাগ্যকেই ঈর্ষা করি অধিপ বাবু।

মিলি

রি। সত্যি ভীষণ ঈর্ষা করি।

অধিপ

কেন ?

নীরেন

( সুতপাকে ) আমার একটী প্রস্তাব আছে। যদি অভয় দেন

ল।

সুতপা

অভয় দেব? আমি? ওমা, সে যোগ্যতাও আছে আমার?

অমিয়

ফুল কি জানে তার সৌরভের কথা? জনলে কি, অমন হাতে পাপড়ি মেলে অবাধে বিলোতে পারে তার—

নীরেন ও সুজিত

হিয়ার, হিয়ার! ঠিক বলেছেন মিঃ—

নীরেন

(সুতপাকে) আপনি জানেন না, আপনি জানেন না মিস আপনার মধ্যে কতখানি—কতখানি—

সুতপা

জানিয়ে ত' দিলেনই। এখন আর তো না বিলোতেও পারি

সুজিত

বারে। কৃপণ ব'লে বদনাম হবে যে, ভয় নেই?

সুতপা

চমৎকার! চাইছেন অভয়, আবার কৃপণ ব'লে বদন দেবেন?

(ওদিকে অধিপ অস্থির হয়ে ওঠে)

অধিপ

কিন্তু প্রস্তাবটা কি মিঃ মুখার্জী? আমারই যে কৌতুহল হচ্ছে

বীণামাসী

(অধিপকে প্রায় ছিনিয়ে নেয়) বা-রে। আপনি আমাদের ব আমরা বুঝি আর—

মিলি

( মায়ের খোঁচা খেয়ে ) সত্যি সত্যি।

অধিপ

সেতো ঠিকই—সে কথা নয়। তা বন্দীর প্রতি কি আদেশ ?

মিলি

( এবার নিজেই অত্যন্ত স্মার্ট হ'য়ে ওঠে ) একটা গান শোনাতে হবে।

অধিপ

গান ! আমি ? সু—শুনতে পাচ্ছ ?

সুতপা

কি হ'ল ?

অধিপ

আমায় গান গাইতে বলছেন এঁরা।

সুতপা

ও সর্বনাশ। কখনো না। দোহাই, তাহলে আমিই আপনাদের শাপন্ন হব। অভয় দিন। ওর গান শোনার যন্ত্রণার হাত থেকে মায় বাঁচান।

( সকলে হাসে )

অধিপ

এ তোমার অন্যায় সু। আমি তেমন ওস্তাদ গাইয়ে না হ'তে র—কিন্তু—

অমিয়

না না বিনয় করবেন না। এই রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বর্ষে—কবির একখানি—

অধিপ

( অত্যন্ত বেসুরো গলায় )

"এ মণিহার আমায়
নাহি সাজে।"

সুতপা

আপনাদের কি চাই? কি দেব বলুন তো? চা, কেক্, কফি যা বলবেন, সব, সব--

( সকলে হাসে )

নীরেন

এক সর্তে—ঐ করকমলে তৈরী ক'রে খাওয়াতে হবে—কফি।

সুতপা

তাতেই রাজি। এক্ষুনি। চলুন। বাবাঃ ঐ গান?

( সুতপা, নীরেন, অমিয় সুজিতকে নিয়ে প্রস্থান করে
অধিপও ঐ দিকে যেতে চায় )

রাণামাসী

অধিপবাবু। ওদিকে ফোয়ারার জলে কি সুন্দর জ্যোৎস্নার র ধরেছে। চলুন আমরা ঐদিকে যাই।

মিলি

ঠিক বলেছো। চলুন অধিপবাবু। ওদিকটা নিরিবিলি।

অধিপ

নিশ্চয় নিশ্চয়। কিন্তু তার আগে একটু চা-টা হ'লে—গলা শুকিয়ে উঠেছে।

মিলি

( মায়ের ঠেলা খেয়ে ) না অধিপবাবু চায়ের টেবিলে ভীষণ ভীড় ভীড় আমার এত বিশ্রী লাগে—চলুন না—প্লিজ।

( এক রকম টেনে অধিপকে নিয়ে অন্যদিকে প্রস্থান )

(আর একদিক দিয়ে দৌড়ে ঢোকে সুতপা। পেছনে পেছনে নীতা)

সুতপা

হ্যাঁ বল। তারপর? বাবাঃ। কোনমতে ওদের হাত ছাড়ানো
ছে। তারপর?

নীতা

(হাসে) তারপর? একটি মোক্ষম প্রশ্ন। কেমন স্বামী পছন্দ
র আমি?

সুতপা

তুমি কি বল্লে?

নীতা

কি বল্লে? আমি বলব নাকি, যে আপনারই ভাইপো শ্রীসঞ্জয়
কে?—এমন ইয়ে। (দুজনে হাসে)

সুতপা

বল্লেই পারতে?

নীতা

হুঁঃ। আমার বলে তখনো বুক ধড়্ফড়্ ধড়্ফড়্। যা মূর্তি
মার বাবার!

(পিছু হটতে হটতে অদিপের প্রবেশ। সুতপার সঙ্গে ধাক্কা)

অদিপ

উঃ কি কষ্টে হাত ছাড়িয়েছি। বাবাঃ। মা ও মেয়ে দুদিক
১ একেবারে সাঁড়াশীর আক্রমণ।

সুতপা

আঃ থামত। তোমার মিলি প্রসঙ্গ most boring হ্যাঁ
দি তারপর—

নীতা

পিসীমা বল্লেন কি জানো? "আজকালকার ছেলেমেয়েরা

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে ঝপ্ করে বিয়ে করে বসে। ফল মার
হয়। একই পেশায় বিয়ে হওয়া উচিত। উকিলে উকিলে, ডাক্
ডাক্তারে"—

অধিপ

জানো, দিদিটা এমন দুষ্টু—ভালমানুষের মতো মুখ করে ব
"কিন্তু পিসীমা, আমাদের বংশে বংশপরম্পরায় উকিলের রক্ত বই
এখন অন্য কোনও পেশা বাড়ীতে আনা বিশেষ দরকার হ'য়ে পড়ে

নীতা

পিসীমার মুখখানা যদি দেখতে! গম্ভীর থমথমে মুখে ব
"তোমাদের বাবা নিশ্চয় এতে রাজী হবেননা।" আমি জোর
বল্লুম—"বাবাকে আপনি জানেননা পিসীমা। আমরা যা বলব,
তাতেই রাজী হবেন, আমাদের বাবা অত্যন্ত উদার।

অধিপ

পিসীমা মুখ হাঁড়ি করে, এই তোমার মত—মন্তব্য করলেন
"উদার! হুঁঃ।" তারপর সারা গাড়ী স্পিক্-টি-নট্।

( সকলে হাসে )

স্বরূপা

আমারই ভুল। কেন যে নিয়ে গেলাম তোমাদের?

অধিপ

আহা—একদিন না একদিন ত যেতে হতই।

নীতা

কিন্তু সঞ্জয়ের কি হ'ল আজ?

স্বরূপা

কি জানি। বল্লেত নিউ মার্কেট ঘুরে আসবে। কিন্তু বা
এই আইনাতঙ্ক যে একটা গুরুতর সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ালো, তার
করা যায় বলতো?

অধিপ

উঁহু চলবে না।

সুতপা

(বিস্মিত) কি চলবে না?

অধিপ

বাবার জন্মদিনে বাবারা সমস্যা হ'য়ে উঠলে চলবে না।

সুতপা

ওহো। (হাসে)

নীতা

ঠিক বলেছিস। সমস্যা'ত রইলই। এখন কিছু প্রোগ্রাম করা
। যে যার ছিট্‌কে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক—

অধিপ

চল্ দিদি সবাইকে জড়ো ক'রে একটু গান, আবৃত্তি—

সুতপা

কিন্তু মেসোমশায় গেলেন কোথায়? তাঁকে নিয়ে উৎসব—
;—

নীতা

(দুষ্টুহাসি হেসে) রীণামাসী পাক্‌ড়েছেন!

সুতপা

তার মানে?

নীতা

হ্যাঁ। পাকড়াও ক'রেছেন। অধিপের পক্ষে মিলি যে একমেবা-
দ্বিতীয়ম্ তাই প্রমাণ করতে উঠে প'ড়ে লেগেছেন—বেচারি
ই আমার—

অধিপ

আহা এস। ভাইটির জন্য ভেবে ভেবে দিদির চুল পেকে গেল।

( পায়ের শব্দ। সঞ্জয়ের প্রবেশ )

সঞ্জয়

শুভ সন্ধ্যা।

সুতপা

কথা বলোনা নীতা দিদি। এত দেরী কেন শুনি?

সঞ্জয়

কি করব! তোমার নীতা দিদি যে Red roses ছাড়া ই
কোনও ফুল সহ্যই করতে পারেন না। আজ মার্কেটে লাল গো
উধাও। তাই খুঁজতে খুঁজতে—নাও—

( গোলাপটি নীতার মাথায় গুঁজতে যায়। সকলে তার কথায় হাস
নেপথ্যে জজ সাহেবের গলা খাঁকারি শোনা যায়, সকলে ফিরে তাক
সঞ্জয় এগিয়ে যায় )

সঞ্জয়

এইযে মেসোমশাই। আপনার জন্য খুঁজতে খুঁজতে।

জজ

বা: ব্ল্যাক প্রিন্স? সুন্দর।

নীতা

( সানন্দে নিয়ে ) বাবা, আমি বলছিলাম সকলে এক জায়
ব'সে একটু গান টান করলে হয়না? যে যার এদিক ওদিক
বেড়াচ্ছে—

জজ

খুব ভাল হয়। যাও ধ'রে আনো সবাইকে। আমি আর ঘু
পারিনে। অধিপ, সঞ্জয়—তোমরাও কি ওদের সঙ্গে সবাইকে খুঁ
বেরোচ্ছ বাবা?

সঞ্জয়

( করুণ মুখে ) না মেসোমশায়, আমরা আর কেন যাই শুধু শুধু

অধিপ

গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ) আমরা না হয় তোমার কাছেই বসি।

নীতা

নিশ্চয় নিশ্চয়। আমরা এখুনি ফিরব।

জজ

হ্যাঁ খুব শিগ্‌গির ফিরো। দেরী সইবে না। ( ওরা প্রস্থানোদ্যত ) তা—এটা নিয়ে যাও।

( নীতা বাবার মুখে কৌতুকের হাসি দেখে লজ্জা পায়। ফুলটা নিয়ে পালায় )

জজ

( সঞ্জয় অধিপকে ) ব'স ব'স তোমরা। হ্যাঁ, are you serious boys—regarding the ladies ?

দুজনে

( চম্‌কে ) আজ্ঞে ?

জজ

সুতপা ও নীতা সম্পর্কে—

সঞ্জয়

আপনার যদি সম্মতি পাই, তাহলে নীতাকে আমি—

জজ

আর তুমি সুতপাকে, কেমন ? তা তাদের মত নিয়েছ ?

সঞ্জয়

আজ্ঞে, এখনো বলিনি। আপনার মত পেলে—

অধিপ

তোমার মত আগে পাই—তবে ত !

জজ

হা-হা-হা—কি সর্বনাশ! বাপের মত নিয়ে তার পর কন্যার কাছে প্রস্তাব? কি রকম আধুনিক হে তোমরা? তা তোমার বাবার মত নিয়েছো সঞ্জয়?

সঞ্জয়

আজ্ঞে মানে সেটাইত একটা—

অধিপ

মারাত্মক সমস্যা।

জজ

(কৌতুহলি) মারাত্মক সমস্যা? কেন হে?

সঞ্জয়

এঁরা দুজনেই যে আইনজীবী। আপনিত শুনেছেন, ব্যারিষ্টার এটর্নীর ওপর বাবার—

অধিপ

তাইত এটা সাংঘাতিক সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

জজ

এ আর এমন কি সমস্যা। এরত চমৎকার সমাধান আছে।

দুজনে

(মহা উৎসাহে উঠে দাঁড়ায়) আছে?

জজ

আছে, আছে। young blood তোমাদের। এত নার্ভাস? ছি।

দুজনে

এখন আমরা কি করব?

জজ

আমি বলি তোমরা বিয়েটা কোর না।

( দুজনে হতাশ হয়ে ধপ্ করে বসে পড়ে )

জজ

কি ? উপদেশটা পছন্দ হ'লনা ? কিন্তু এইত একমাত্র মাধান।

সঞ্জয়

আপনার জানা শোনা কোনও ডাক্তারখানা আছে ?

জজ

ডাক্তারখানা! কেন ?

সঞ্জয়

দু' আউন্স পটাসিয়ম সায়ানাইড চাই।

অধিপ

হ্যাঁ, আত্মহত্যা করতে কোনও অসুবিধা নেই আমাদের।

জজ

হা-হা-হা-। সর্বনাশ। খবর্দ্দার। ওসব ছেলেমানুষি কথা স্বপ্নেও ভেবোনা।

দুজনে

এ ছাড়া কোনও পথ নেই।

জজ

আছে, আর একটা পথ আছে।

দুজনে

( আবার উৎসাহে উঠে দাঁড়ায় ) আছে ?

জজ

তোমরা সাবালক এবং উপার্জ্জনশীল, কেমন ?

( দুজনে ঘাড় নাড়ে )

জজ

বিয়েটা করেই ফেল—

সঞ্জয়

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার'ত তাই-ই —

জজ

মেজর রায়ের অমতেই—

দুজনে

আজ্ঞে ! ( ধপ্ ক'রে বসে পড়ে )

জজ

কি ? ভুল বল্লুম ? তোমরা এখনো সাবালক হওনি ?

সঞ্জয়

আজ্ঞে তা নয়, মানে—

অধিপ

সাবালক হবনা কেন ? কিন্তু—

জজ

"মানে"—"কিন্তু"। তাহলে এ উপদেশটাও তোমাদের পছ হয়নি। তাহলে আর কি করব বল। আমিত অন্য পরামর্শ দিত পারিনে। আমার ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে আমারত কিছুটা Senti ment আছে।

সঞ্জয়

আপনি রাগ করবেন না। আমাদের অবস্থাটা একটু বু দেখুন।

অধিপ

বাবা Please, অত কঠোর হয়োনা।

সঞ্জয়

আমরা বিয়ে করলে তিনি বাধা দেবেন না। কিন্তু প্রচণ্ড আঘাত
পাবেন। কারণ আমাদের তিনি এত ভালবাসেন।

জজ

তা বাপু, আমিও আমার সন্তানকে ভালবাসব, এটাই কি
expected নয়?

সঞ্জয়

নিশ্চয়, নিশ্চয়, কিন্তু আর কোনও পথ যদি—

অধিপ

যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে।

সঞ্জয়

আপনাকেই একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

অধিপ

তোমার ওপর আমাদের বাঁচা মরা নির্ভর করছে।

সঞ্জয়

বাবার এই আইন আদালত আতঙ্কটা যদি কোনও রকমে—

দুজনে

মানে—এ একেবারে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।

জজ

তা বাপু, সত্যি কথা বলতে কি, তোমাদের বাবার এই আদালত
ভীতিটাকে আমি খুব দোষ দিতে পারিনে।

সঞ্জয়

(ফ্যাল ফ্যাল চোখে) আজ্ঞে!

জজ

সত্যিই তো। আইন আদালত মানুষের সত্যিকার উপকার
কতটুকু করে, বলত বাবা। মানুষ যদি নিজেকে নিজে সংশোধন

করতে না পারে—আর করলে ? তখন কোর্ট ঘরের ত আর দরকা[র]
থাকে না। সমাজ আছে, মণ্ডলী আছে। ঝগড়াঝাঁটির আপো[ষ]
মীমাংসা এদের মধ্যে দিয়েইত হ'তে পারে। মামলা মোকদ্দম[ার]
দরকার কি বাবা ? কোর্ট-ঘর মানেইত তৃতীয় পক্ষকে সুযোগ দে[ওয়া]
—নয় কি ? মানুষ নিজেকে শুদ্ধ ক'রে নিজেই চালাবে—এটা[ই]
আদর্শ হওয়া উচিত। হবেও একদিন—কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সঞ্জয়

( অধিপ সঞ্জয় এতবড় বক্তৃতা শুনতে শুনতে হতাশ হ'য়ে পড়েছিল
জজ থামতে ব্যাকুল ভাবে প্রশ্ন করে )

কিন্তু এখন ? আমাদের কি হবে ? বাবাকে কি—মানে, কো[র্ট]
ঘর ক'রে ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে এমন হয়েছে ওঁর—যে উকিল
ব্যারিষ্টার কিম্বা ল' ! ল' ! না।

জজ

কিন্তু কেন বল দেখি ? জমিদার বংশ তোমাদের। blu[e]
blood বইছে তোমাদের দেহে। তোমাদের কাছে কোর্টঘর [ত]
mere sports—তোমাদের চতুর্দ্দশ পুরুষ, আইনের ত মস্তব[ড়]
পৃষ্ঠপোষক হে—

সঞ্জয়

পৃষ্ঠপোষক ?

জজ

তা নয়ত কি ? তোমাদের রেষারেষি আর খামখেয়ালী—আ[র]
তাই দিয়েই উকিল ব্যারিষ্টারের বাড়ী গাড়ী—হা-হা-হা—

সঞ্জয়

( সবিস্ময়ে ) তাহলে কি আপনি বলতে চান, আইন আদালতের
পৃষ্ঠপোষকতা করার উদ্দেশ্যে আমাদের চতুর্দ্দশ পুরুষ সর্বস্বান্ত
হয়েছেন ?

জজ

নিশ্চয়। এই দেখনা, গরীব মানুষ, চাষাভূষো মধ্যবিত্ত কোর্টে র কখন? না, দায়ে প'ড়ে। জলে ডুবলে খড়কুটোকেও জাপটে র—বাঁচা যায় না—তবু আশা যদি—। কিন্তু তোমাদের ত ব্যাপার নয়? হেরে হেরে সাময়িক বিতৃষ্ণা হয়ত স্মেছে—জিত্‌লে হতোনা।

দুজনে

তাহলে?

জজ

হুম্। তাহলে—

( দলবল নিয়ে নীতা সুতপার প্রবেশ )

নীতা

এইযে বাবা ধরে এনেছি। বসুন, বসুন সকলে।

সুতপা

ধরুন অমিয়বাবু, গানটা ধরুন। আপনাকেও গাইতে হবে মেসো-মশাই।

জজ

দূর্ পাগলী, আমি গাইব কি?

নীতা

তা হবেনা। নইলে ছাড়ছি না।

সকলে

হ্যাঁ হ্যাঁ—গাইতেই হবে আপনাকে—শুনবনা আমরা—

॥ গান ॥

( যে কোনও আনন্দের গান )

( গান শেষে আলো নিভে যায় )

## ॥ তিন ॥

( মেজর বিনয়েন্দ্র রায়ের বাড়ী। ড্রেসিং গাউনের একটা হাতা গলানো, অন্য হাতাটা পরাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছেন বিনয়েন্দ্র রায়, আর রাগে গজরাচ্ছেন )

মেজর

Impossible, Horrible, bogus. হুঁঃ। মত দেবো। বিয়েতে মত দেবো। তার পর? ঘর ভর্ত্তি সাত থেকে সাতান্ন-ট্যাঁ-ভ্যাঁ-কাঁ্যা-সব—"My lord and gentlemen of the Jury" শুনতে শুনতে—উফ্—হুত্তারিকা! ( হাতাটা ফস্কে যায়; আবার চেষ্টা করতে করতে) উকিল হবে। ছেলের ছেলে—তার ছেলে—তার—তার—তার ছেলে, উকিল, এটর্ণী, ব্যারিষ্টার, জজ, ব্রিফ, কালো গাউন ধ্যাত্তারিকা—

( চা-এর কাপ হাতে সরলা ঘরে ঢুকে কাণ্ডটা দেখছিল। খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে ওঠে। কাপ রেখে এগিয়ে আসে, গাউনটা পরাতে সাহায্য করে )

সরলা

দাও হাতটা দাও—হ্যাঁ-দাও।

মেজর

( পরা হ'ল ) ঠিক আছে।

সরলা

নাও, চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

মেজর

নাঃ। নিয়ে যা। খাব না চা।

সরলা

আচ্ছা, কী ছেলেমানুষী হচ্ছে? তপু, সঞ্জুর ওপর রাগ ক'রে তাবে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে—

(মেজর কটমট্‌ ক'রে সরলার দিকে তাকান)

সরলা

আহা বিয়েত এখনি হচ্ছে না। তোমার বিনা অনুমতিতে বিয়ে করতে পারে ওরা? তাছাড়া তুমিইত বলেছ ছেলে মেয়ে দুটী সুন্দর—

মেজর

বাজে বকিস্‌নে। কে জানত যে ওরা—

সরলা

এ তোমার বাতিক। জজ, ব্যারিষ্টার, এটর্ণীরা কি মানুষ নয়? ওরা কত বড় বংশ—

মেজর

(ক্ষেপে গিয়ে) Get out, get out I say.

সরলা

Get out. তাত বলবেই। তোমার ভালই জন্যই না বলা—

মেজর

কোনো ভালয় আমার কাজ নেই তুমি এখন চোখের সামনে থেকে বিদেয় হও।

সরলা

কি বল্লে? বিদেয় হব? ঠিক আছে। ঠিক আছে। শ্বশুর বাড়ীতে লাথি মারুক, ঝাঁটা, মারুক, এক মুঠো ভাত ঠিকই দেবে— আমার কি? আমার কি! চলেই যাব—চলেই যাব—

(প্রস্থানোদ্যত)

মেজর

সরলা!

সরলা

কি?

মেজর

এদিকে আয়। (সরলা নড়ে না) এদিকে আয়। আয় বলছি (সরলা আসে) আমি ওভাবে ওকথা তোকে বলিনি।

সরলা

হ্যাঁ বলেছ।

মেজর

না বলিনি।

সরলা

হ্যাঁ বলেছ, বলেছ বিদেয় হয়ে যা।

মেজর

(ক্রমশঃ গলা চড়ছে) না।

সরলা

হ্যাঁ।

মেজর

(ফেটে পড়েন) এরা কেউ আমাকে বুঝবেনা? (সরলা কান্নায় ফোঁস্ ফোঁস করতে থাকে) আমি ওভাবে বলতে পারি? তুই বিশ্বাস করলি? এই হয়, এতদিন ধরে মানুষ করলুম —এই হয়।

সরলা

(কান্না ভেজা গলায়) দাদা!

মেজর

(ধরা গলায়) উঁ।

সরলা

তুমি কাঁদছ ?

মেজর

( তেমনি ভাঙা গলায় ) হুঁ ।

( সরলা এগিয়ে এসে আঁচল দিয়ে মেজরের চোখ মুছিয়ে দেয় ।
মেজরও তারই আঁচলে সরলার চোখ মুছিয়ে দেন ।)

মেজর

বোস্ ।

সরলা

বসতে পারি এক সর্তে ।

মেজর

(আবার ক্ষেপে যান) What ! আবার ? উকিলের সঙ্গে ছেলের বিয়ে ।

সরলা

না রে বাপু না । চা খাওয়ার সর্তে ।

মেজর

ওহো, তাই বল ।

( চা খেতে সুরু করেন )

সরলা

জানো দাদা, আজ মার্কেটে, অনীতার সঙ্গে দেখা ।

মেজর

কে অনীতা ?

সরলা

সেই যে, সঞ্জুদের সঙ্গে পড়ত । একবার এসেছিল সঞ্জুর জন্ম-দিনে—গান গাইল—

মেজর

Oh! yes yes. That sweet voice. কী নাম বললি
অনীতা! তা ওর একটী ভাই ছিলনা—অরুণ?

সরলা

হ্যাঁ। এখন কলেজে পড়ছে। বড় সুন্দর। তবে আমাদে
দীপু নাতার মতো নয় (মেজর কট কট করে তাকান। সরলা সামলে নে
এই দেখ। হ্যাঁ, ওদের একদিন আসতে বল্লুম।

মেজর

বেশত, বেশত।

সরলা

(দুষ্টু হেসে) মাঝে মাঝে আসুক না, মেলামেশা হোক্—

মেজর

(হেসে ওঠেন) ওহো। মানে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। No
bad। সঞ্জয়, সুতপার বোঝা দরকার যে ঐ উকিল ব্যারিষ্টারের চে
অনেক ভাল পাত্র পৃথিবীতে আছে। মানে আমি ওদের খারা
বলতে চাইছিনা—কিন্তু আমার বংশে আইনের অনুপ্রবেশ-না কিছু
না। এই চিন্তাতেই আমি পাগল হ'য়ে যাব। সতু থাকলে তবু—

সরলা

সতুদাকে খবর পাঠিয়েছ?

মেজর

পাঠাইনি? এলো কোথায়! দেখ গিয়ে কোথায় কার উপক
ক'রে বেড়াচ্ছে। আমার এই বিপদের সময়—

সরলা

তাহলে ঠিক এসে পড়বেন। তুমি ভেবোনা। বড় ব
ছেলেমেয়ে, হঠাৎ বাধা পেলে বিগড়ে যেতে পারে—নয়ত আত্মহত
করতে পারে—

মেজর

এঁ্যা! আত্মহত্যা!

সরলা

আহাহা—করবেই কে বলেছে? সম্ভাবনার কথাগুলো ভেবে রাখতে হবেনা? খুব কৌশলে কাজ উদ্ধার করতে হবে। সতুদা ঠিক মতলব বার করবেন—

সতোন

(নেপথ্যে) মেজর সাহেব আছো নাকি হে?

মেজর

আরে এই যে সতু। তোর কথাই হচ্ছিল।

সতু

তাই নাকি? জানিসইত আমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাটিতে থাকি। তা বল্ কি ব্যাপার?

মেজর

আর বলিস্‌নে সর্বনাশ হয়ে গেছে।

সতু

সর্বনাশ!!

সরলা

(দুষ্টুমি করার উদ্দেশ্যে) দাদার (মাথা বিগড়ে গেছে এমন ইঙ্গিত করে

সতু

এঁ্যা! কাকে দেখাচ্ছিস? যাকে তাকে দেখাবিনে। ডা লাহিড়ী বিলেত ফেরৎ স্পেশালিষ্ট—আমার জানা—কালই ব্যে দেব—

(সরলা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসছে)

মেজর

ধ্যাৎ। কি বক্‌ছিস্। শোন্—বাড়ীর—

সতু

ওহো বাড়ী। তা বাড়ী তৈরী করাবি না মেরামত করাবি? এখন বাড়ী তৈরী করা খুব মুস্কিল বুঝলি? সিমেণ্ট পাওয়া যায় না। লোহা পাওয়া যায় না। সব চোর, সব চোর, ঘুষ না দিলে পারমিটই দেবেনা। তবে আমার জানা শোনা কণ্ট্রাক্টর আছে, সেই লোকটা—

মেজর

জাহান্নামে যাক্ সে লোকটা—

সতু

ও, তোর লোক আছে? তাই বল্। তা, বিশ্বাসী হ'লেই হ'ল। আমি দাঁড়িয়ে থেকে সব ঠিক ক'রে দেব, তুই কিচ্ছু ভাবিস্না।

সরলা

(হাসতে হাসতে) ওসব কিছু নয় সতুদা।

সতু

নয়? তবে?

মেজর

আইন, মামলা। আমার ঘরে।

সতু

মামলা! তাই বল্! —তা এটা আবার সমস্যা নাকি। ফুস্। ল'ড়ে যা। দেওয়ানী না ফৌজদারী? ব্যারিষ্টার কে? আমার জানা ভাল ব্যারিষ্টার আছে, সেই যে তোকে বলেছিলুম? অমন দুঁদে ব্যারিষ্টার কলকাতার বারে' নেই! অনেক ত দেখলুম বাবা। দিনকে রাত, রাতকে দিন ক'রতে ওর জোড়া নেই।

মেজর

তোর ব্যারিষ্টারের নিকুচি করেছে।

সতু

এমন ব্যারিষ্টার পাবিনা। দশ টাকা বাজী।

( সত্যেন পকেট থেকে ফস্ করে একটা দশটাকার নোট বার করেন। মেজর অগ্নিদৃষ্টিতে তারদিকে তাকিয়ে নোটটি টেনে নেন এবং কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলেন)

মেজর

উকিল ব্যারিষ্টারের নাম আমার কাছে করবি তো তোর নোট আমি—

সরলা

আহাহা। মিছি মিছি নোটটা ছিঁড়লে কেন দলত ? ঘটনাটা খুলে না বললে—

সতু

( পকেট থেকে সেলোটেপ বার করে ) ওর জন্যে ভেবোনা। নে, জুড়ে দে।

সরলা

সেলো টেপ ? পকেটে নিয়ে ঘুরছ সতুদা ?

সতু

এঁর মত বন্ধু থাকলে পকেটে অনেক কিছুই নিয়ে ঘুরতে হয়। শোন্ বিনু। তুই ওটা একবার দেখা—ব্লাডপ্রেসারটা—বেড়েছে নিশ্চয়।

( সরলা হাসি চাপতে চাপতে প্রস্থান করে। মেজর অপ্রস্তুত ভাবে নোটটা জুড়তে জুড়তে )

মেজর

হুম্। কথাটা আসলে তা নয়—

সতু

থাম্, আর বোঝাতে হবে না। উকিল ব্যারিষ্টারের সঙ্গ আমি জানিনে? ওরে বাপ্‌স্। লোকে কথায় বলে "তোর ঘরে মামলা ঢুকুক"। তবে হ্যাঁ, ব্যবসা ক'রে খাই। সময় অসময়ে পাকে চক্রে ওদের হাতে পড়তেই হয়। কথা কি জানিস? প্রয়োজন হলে ওদের দিয়ে যেটুকু পাওয়া যায় - নেবনা কেন?

মেজর

নিবি?

সতু

হ্যাঁ নেব।

(মেজর অসহিষ্ণু ভাবে নোটটা আবার টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলেন)

সতু

এই ওকি হচ্ছে? এই ভাবে ঘন ঘন নোট ছিঁড়লে সেলোটেপ ফুরিয়ে যাবে না?

মেজর

(ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে) সঞ্জয় একটি ব্যারিষ্টারকে বিয়ে করতে চায়। শুধু সঞ্জয়ই নয়, সুতপাও।

সতু

এ্যাঁ? একটী মেয়েকে দুজনে বিয়ে করবে? তাও আবার সঞ্জয় আর সুতপা?

মেজর

আঃ একজনকে দুজনে নয়। ওরা দুই ভাই বোন। ভাইটী এটর্নী

সতু

খুব ভালো, খুব ভালো। বাড়ীতে এটর্নী ব্যারিষ্টার থাকা দরকা বুঝলি? বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ পাওয়া যাবে। এ আমারই তো কত সময়ে—

মেজর

(ঠাণ্ডা গলায়) ধন্যবাদ ! এটর্নী ব্যারিষ্টারের পরামর্শ আমি নে। বিনে পয়সায় হলেও না।

সতু

চাস্‌নে ? তাহলে, ঠিক আছে। বিয়েটা বন্ধ ক'রে দে।

মেজর

সেই পরামর্শই তোমার কাছ থেকে চাওয়া হচ্ছে ! বিয়েটা করার উপায় কি ?

সতু

হুম্‌। বিয়েটা বন্ধ করার উপায় কি ? ছেলেমেয়েরা সাবালক, টে তারাই জিতবে। কারণ আইন তাদের পক্ষে। এইতো সেদিন টা কেসে—

মেজর

আঃ। ছেলেমেয়ের সঙ্গে কোর্টে গিয়ে মামলা লড়বো আমি ?

সতু

অসম্ভব।

মেজর

হাঁ, অসম্ভব। যে ক'রে হোক, ওদের বোঝাতে হবে, রায় বংশ জীবীকে বিয়ে করতে পারেনা।

সতু

ঠিক ঠিক। আচ্ছা ? মেয়েটা কি বিয়ের পরও প্র্যাকটিস্ বে ?

মেজর

নিঃসন্দেহে করবে। বংশ পরম্পরায় ওরা আইনজীবী। রক্তের আইনের প্যাঁচ।

সতু

মারাত্মক ব্যাপার। ওদের তাহলে সে কথা বুঝিয়ে বল্। তো সেদিন আমি অলকাকে—

( মেজর কঠিন দৃষ্টিতে তাকান, সতু থেমে যান )

মেজর

পুঁথিপত্র নিয়ে ব'সে একঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিয়েছি। ফল হয়নি।

( একটু চুপ চাপ। নিঃশ্বাস ফেলে নোটটা বাড়িয়ে ধরেন ) নে নোটটা—

সতু

তাহলে বিনু, আমি বলি কি—একটা চান্স্ নিয়েই দেখ বিয়েটা দিয়েই দে।

( হাত বাড়ান নোটটা নিতে। মেজর ওর কথায় আবার ওঠেন। হাতটা টেনে নেন। আবার টুকরো টুকরো ক'রে ফেলেন )

এই, কি করছিস্? এর পর আর জোড়া যাবেনা। টেপ্ টা কোথায় রাখলি? নাঃ, তোকে নিয়ে আর—

( দুজনে খুঁজতে থাকেন। নেপথ্যে সঞ্জয়ের কণ্ঠ )

( প্রবেশ করে সঞ্জয় )

সঞ্জয়

বাবা, বাবা।--একি? নোটটা এমন ক'রে ছিঁড়লো কে

মেজর

( অপ্রস্তুত ) এই, মানে, ছিঁড়ে গেলো আরকি।

সঞ্জয়

ছিঁড়ে গেলো? নোট ছিঁড়ে গেলো কিরকম?

মেজর

কি রকম আবার? ছিঁড়ে গেল তাই ছিঁড়ে গেল।

সতু

আমি জুড়ে দিচ্ছি।

মেজর

ডাকছিলি কেন?

সঞ্জয়

আর বোলোনা-তিন তিনবার appointment করলো। গেলাম, ধা ধাক্কাধাক্কি করলাম, বেল বাজালাম, কাকস্য পরিবেদনা।

মেজর

সরল বাংলায় বল, Have you got the typewriter?

সঞ্জয়

শুনলে যে দরজাই খুললো না, পাবো কি করে?

সতু

টাইপ রাইটার? ধার দিয়েছ? কাকে?

সঞ্জয়

পাশের বাড়ীর গোবর্দ্ধন মিত্তিরকে। বললে বড্ড আটকে গেছি, দিনের জন্য যদি দেন।

সতু

তা বেশ করেছ। প্রতিবেশীর দরকারে প্রতিবেশী যদি না দেখে দেখবে কে?

সঞ্জয়

কিন্তু এখন তো দেখছি ঝকমারী করেছি। প্রথমদিন তাগাদা বল্লেন, ভুলে গিয়েছিলাম, দ্বিতীয়দিন বল্লেন অসুখ করেছিল-এসে নিয়ে যেও। আজ গেলাম। দরজাই খুললেন না।

সঞ্জয়

ভেগে পড়েছে। এইত বাপু, তোমরা আজকালকার (
মানতেই চাওনা। দুনিয়াটাই হয়েছে নেমকহারাম — কারুর
উপকার করেছ ত ব্যাস্

( বাইরের পর্দা দিয়ে মুখ বাড়ান গোবর্দ্ধন )

গোবর্দ্ধন

আসতে পারি!

সঞ্জয়

আরে? এই যে বাবা-ইনি। আশ্চর্য্য অত ডাকা ডাকি কর
অথচ—

মেজর

( কঠিন চোখে ) আপনি?

গোবর্দ্ধন

( বিনয়ে গ'লে গিয়ে ) আজ্ঞে গোবর্দ্ধন মিত্র।

মেজর

আমি বিনয়েন্দ্র রায়। আমার একটা টাইপরাইটার—।

গোবর্দ্ধন

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি যে আমার কতবড় উপকার ক'
জীবনে ভুলবনা।

মেজর

ধন্যবাদ॥ পরদিনই ফেরৎ দেবেন ব'লে কথা দিয়ে
আজ সাতদিন হ'য়ে গেল—

গোবর্দ্ধন

( বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে ) সাতদিন? ( আঙুলে ক
আজ্ঞে হ্যাঁ। সাতদিনই হ'ল। আমি অত্যন্ত লজ্জিত,
দিয়েছি।

মেজর

কষ্টের প্রশ্ন নয়। আমার অফিসের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে ওটার অভাবে।

গোবর্দ্ধন

বড় লজ্জিত, সত্যিই বড় লজ্জিত, কত অসুবিধা হ'ল।

মেজর

যাক্ যা হয়ে গেছে তা গেছে। একটা প্রশ্ন করতে পারি কি মিঃ মিত্র?

গোবর্দ্ধন

আর লজ্জা দেবেন না।

মেজর

আমার ছেলেকে কথা দিয়ে, তিনদিন ধরে ঘোরাচ্ছেন কেন?

গোবর্দ্ধন

ঘোরাচ্ছি? ছি ছি, কি বলছেন? প্রথমদিন ভুলে গেছিলাম। দ্বিতীয় দিন থেকে অসুখে প'ড়ে—

মেজর

আপনাকে অসুস্থ শরীরে আসতে কেউ বলে নি। সঙ্গুর হাতে দিয়েদিলেই ত পারতেন।

গোবর্দ্ধন

আমি দুঃখিত, অত্যন্ত দুঃখিত।

মেজর

মনে হচ্ছেনা মিঃ মিত্র। আমার ছেলে আপনার বাড়ীতে গেল—দরজা খুলে দেবার মত ভদ্রতা আপনি করেন নি, বেল বাজিয়ে দরজা ধাক্কা দিয়েও সাড়া পাওয়া যায়নি।

গোবর্দ্ধন

আমার যে মাম্‌স্ হয়েছে মেজর—ছোঁয়াচে রোগ—

( সকলে চম্‌কে দূরে যায় )

মেজর

মাম্‌স্? তাহলে দরজা ধাক্কা আপনি শুনেছেন?

গোবর্দ্ধন

নিশ্চয়—আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল যে—

মেজর

জেগে ছিলেন, ওদের গলা শুনেছেন—। আপনি উঠতে না পারেন, চাকরকে দিয়েই মেশিনটা পাঠাতে পারতেন—

গোবর্দ্ধন

ক্ষমা করুন মেজর। বাড়ীশুদ্ধ প্রত্যেকের মাম্‌স্।

সতু

( একান্তে )

Bulff! এভাবে কটা টাইপ রাইটার জোগাড় করেছেন? স্কুল করার ইচ্ছে ছিল বুঝি?

মেজর

আমাকেও ক্ষমা করবেন। আপনার মাম্‌স্ বৃত্তান্তে আমার খুব উৎসাহ নেই। এখন আমার জিনিষটি ফেরৎ পাব কবে বলুন?

গোবর্দ্ধন

বড়ই লজ্জিত। কি উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছিনে। ক্ষমা করুন অসুখটা না সারলে তো—

মেজর

কিছু মনে করবেন না। ডাক্তার দেখিয়েছেন? ডাক্তার কি বলেছে—

গোবর্দ্ধন

আমি ডাক্তার দেখাইনা মেজর। আমার পরিবারের একটা সংখ্যা ডাক্তারের দয়ায় পরলোক দর্শন করেছে। আমার পরামর্শ যদি চান তাহলে ডাক্তারের কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকবেন।

সতু

আবার পরামর্শ দেয়।

মেজর

ধন্যবাদ। আপনার পরামর্শ যখন দরকার হবে, নেবো। আমার দরকার আপনার পরামর্শ নয়, টাইপরাইটার।

গোবর্দ্ধন

সত্যি এটা একটা সমস্যা।

সতু

সমস্যাই ক'রে তুলতে চাইছেন, মনে হচ্ছে।

মেজর

কিন্তু আপনি ডাক্তার দেখাননি, কেমন ক'রে জানলেন যে—

গোবর্দ্ধন

আমার কাছে একটা বই আছে। পারিবারিক চিকিৎসাবিধি। বাড়ীতে যখনই অসুখ বিসুখ করে, আমি ঐ বই দেখেই—

সতু

(একান্তে) পাগল নাকি? ডাক্তার দেখায় না, বই পড়ে চিকিৎসা করে?

মেজর

সে যাই হোক মশাই, আমার typewriterটা—

গোবর্দ্ধন

সত্যি মেজর আপনার জায়গায় থাকলে আমারও ঠিক এমনি

মনের অবস্থা হ'ত। আবার আপনার Pox হ'লেও—

মেজর

Pox? আমার?

গোবর্দ্ধন

আজ্ঞে না স্ত্রীর?

মেজর

আমার স্ত্রীর? কিন্তু তিনিত—

গোবর্দ্ধন

আজ্ঞে না না। আমার স্ত্রীর। সেই ঘরেই মেশিনটা অ
কিনা?

সঞ্জয়

ধন্য লোক যাহোক্। এতক্ষণ ছিল মামস্, এখন হ'ল
Pox.

মেজর

(চিবিয়ে চিবিয়ে) আমার টাইপরাইটারটা ফেরৎ দেবেন কি
সোজাসুজি জানতে চাই।

গোবর্দ্ধন

সে কি কথা বাঃ, ফিরিয়ে দেবনা? একি হ'তে পারে?
হবার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত, বলেছিত—

মেজর

কবে আন্দাজ আপনার স্ত্রীর Pox সারবে, বলতে পারেন?

গোবর্দ্ধন

বইতে যা লিখেছে—তাতে দু' হপ্তায় অসুখটা সারে। ছে
লাগার সম্ভাবনা যায় আরো দু' হপ্তায়। তার মানে মোট এক
নয় কি? সে কটা দিন একটু কষ্ট ক'রে চালিয়ে নিন। ন
আর কারো কাছ থেকে ধার ক'রেই নিন একখানা।

সতু

উপদেশ দিচ্ছে।

মেজর

ধন্যবাদ। সঞ্জয় যাচ্ছে—আপনার স্ত্রীর ঘর থেকেই মেশিনটা নিয়ে আসবে—

গোবর্দ্ধন

ছি ছি ছি। তা কি হয়? ছোঁয়াচে রোগ—বইতে লিখেছে—

মেজর

হোক্ ছোঁয়াচে। Pox হলে আমার ছেলের হবে।

গোবর্দ্ধন

তা আপনি যদি আপনার ছেলের Pox চান, তাহলে আমার আর বলার কি থাকতে পারে।

মেজর

যাও সঞ্জয় ওঁর সঙ্গে যাও। আশাকরি এবার আর কোনও অসুবিধে হবেনা?

গোবর্দ্ধন

তেমন বিশেষ কিছু নয়। শুধু আমি নিজের হাতে ফেরৎ দিতে চেয়েছিলুম। মেশিনটাও খুবই ভাল—শুধু কয়েকটা অক্ষর যদি ভাঙা না থাকতো—

মেজর

(লাফিয়ে ওঠে) ভাঙা? গত মাসে নতুন কিনেছি।

গোবর্দ্ধন

আপনি কি বলতে চাইছেন, তাহলে আমিই ভেঙেছি?

মেজর

নিশ্চয়।

গোবর্দ্ধন

একটু ভেবে বললেন কি বলতে চাইছেন ?

মেজর

( জোর দিয়ে ) যখন মেশিনটি আপনাকে দেওয়া হয়, তখন সেটি সম্পূর্ণ আস্ত ছিল—একেবারে নতুন।

গোবর্দ্ধন

আছেও তাই। শুধু ঐ তিনটি ভাঙা অক্ষর বাদে, M, A আর বোধহয় D.

সঞ্জয় ও সতু

Mad !

মেজর

( গর্জন করেন ) Mad !!! একটা অক্ষরও ভাঙা ছিলনা।

গোবর্দ্ধন

আপনার কোনো সাক্ষী আছে ?

মেজর

সাক্ষী ? সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। কাল সকালের মধ্যে আমার মেশিন ফেরৎ চাই।

গোবর্দ্ধন

কাল সকালে ?

মেজর

হ্যাঁ—কাল সকালে ?

গোবর্দ্ধন

( সঞ্জয়কে দেখিয়ে ) তাহলে, এখন উনি ?

মেজর

ও: আচ্ছা থাক। আপনি নিজেই দিয়ে যাবেন।

গোবর্দ্ধন

তাহলে এখন আমি আসতে পারি ?

মেজর

হাঁা, পারেন— যান।

গোবর্দ্ধন

ছি:, যান্ বল্‌তে নেই—আসি ?

(প্রস্থান)

মেজর

কি করা যায় বলতো লোকটাকে নিয়ে ?

সতু

পাগল নাকি ?

সঞ্জয়

না বাবা। লোকটা মিথ্যেবাদী—ওর স্ত্রীকে আজ সকালেই বাজারে দেখেছি।

মেজর

এঁ্যা ? এতক্ষণ বলিস্‌নি কেন ? ধরতুম চেপে—

সঞ্জয়

না ভদ্রলোকের মুখের ওপর—

মেজর

ভদ্রলোক ! Pox হয়েছে—বাজারে গেছে—ভদ্রলোক !

সতু

বিনু—তাহলেত লোকটা পয়লা নম্বর 420. এখনি ওর নামে ১ নম্বর ঠুকে দে। এই একই ব্যাপার আমারও ঘ'টে ছিল। সেই—

মেজর

( কট্ মট্ করে তাকান ) তুই থামবি ?

সঞ্জয়

বাবা, সুধাংশুবাবু যাচ্ছেন—ডাকবো ?

মেজর

কে ?

সঞ্জয়

আমাদের বেলতলা থানার S. I.

মেজর

না।

সঞ্জয়

আহা, মামলা করতে কে বলেছে ? ওঁর পরামর্শ নেওয়া যেতে পারেত। উনি গিয়ে দাঁড়ালে, হাঁকাহাঁকি করলে—ভয় পেয়ে মেশিনটা দিয়েও দিতে পারে।

মেজর

হুঁ, ডাক্।

সঞ্জয়

মজা মন্দ না। উপকার করলে তার ফল এমনি হয়।

( সঞ্জয়ের প্রস্থান )

সন্তু

তা হ'লেই বুঝে দেখ। শুধু শুধু হাঙ্গামা। নিয়ে গেলি—ঠিক সময়ে ফেরৎ দিলিনে—আচ্ছা ১ দিন, ২ দিন, ৩ দিনের দিনত ফের দিবি ? আসলে দেবার ইচ্ছেই নেই—বুঝলে হে —এমনত কখনও দেখলুম—

( সঞ্জয়ের সঙ্গে সুধাংশু চ্যাটার্জীর প্রবেশ )

সুধাংশু

কি ব্যাপার ম্যাজর সায়েব ?

মেজর

আসুন। আপনার কখনো মাম্‌স হয়েছে সুধাংশুবাবু ?

সুধাংশু

মাম্‌স্ ? কই না।

মেজর

চীর Pox ?

সুধাংশু

কি যে ক'ন, আমি যে ব্যাচেলর।

মেজর

শুনুন, আমি একটা লোককে arrest করাতে চাই। সে বলছে তার মামস্ হয়েছে—যা আমি বিশ্বাস করিনে।

সুধাংশু

মাম্‌স্ হইছে ? arrest করাবেন ? কোন ধারায় ?

মেজর

আমার টাইপরাইটার সে চুরি করেছে।

সুধাংশু

চুরি ? কবে ? কখন ? কে ত্যাখ্‌ছে ?

মেজর

ওঃ। আমি তাকে ধার দিয়েছিলাম, তার দরকারে। আর সে ফেরৎ দিচ্ছেনা।

সুধাংশু

তা হইলেত এ চুরির কেস নয় ? সে যদি মেশিনটারে নিয়া ইয়া পড়ত—তা হইলে উকিল গে কাজ্ডারে—

মেজর

আবার উকিল! মেশিনটা আমার ফেরৎ চাই। আ
সাহায্য করবেন?

সুধাংশু

আমি চাইয়া ছ্যাখ্‌তে পারি। কিন্তু আপনিত নিশ্চয় চাই
ছ্যাখ্‌ছেন—তাই না?

মেজর

অনেক বার।

সুধাংশু

ক্যান দিতে আছে না—কয় কিছু?

মেজর

হাজারটা কথা বানাচ্ছে—মাথায় কোনও দোষ থাকতে পারে।

সুধাংশু

মাথায় দোষ? ডাক্তার কি কয়?

মেজর

সে ডাক্তার দেখায় না—একটা বই আছে তার—

সুধাংশু

বই!!

মেজর

(দাঁত চেপে) চুলোয় যাক্ বই। মেশিনটা আমার চাই—

সুধাংশু

জোরাজুরিত তো করতে পারুমনা। সেই রাস্তা লইতে অইলে—
আপনারে কোর্টের সাহায্য লইতে অইব।

মেজর

না—ও রাস্তায় নয়।

সুধাংশু

তা হইলে চলেন—শান্তিপূর্ণ উপায়ে যদি ভদ্রলোককে রাজী করাইতে পারি—

মেজর

বেশ—তাই চলুন। সতু আয়—

(প্রস্থান)

(সুতপার প্রবেশ পা টিপে টিপে)

সুতপা

বাবা?

সঞ্জয়

গোবর্দ্ধন মিত্রের কাছে গেলেন।

সুতপা

যাক্ বাবা।—দাদা।

সঞ্জয়

উঁ?

সুতপা

ও দাদাভাই!

সঞ্জয়

কি বলবি—বলনা।

সুতপা

ও বলছে—বাবার কাছে প্রস্তাব করবে।

সঞ্জয়

খবর্দ্দার। সর্বনাশ হ'য়ে যাবে।—বাবা নীতাকে দেখেই আগুন হ'য়ে আছেন—তার ওপরে আর ঘিয়ের ফোড়ন দিস্‌নে।

সুতপা

আমি কি করব? বাঃ। যে গোঁয়ার। যা বলবে তাই করবে।

সঞ্জয়

লিখে দে—কাল বিকেলে আসতে। মুখোমুখি কথাবার্ত্তা হবে।

সুতপা

তুমি লেখ। আমায় যদি ভুল বোঝে?

সঞ্জয়

দেখ তপু, জ্বালাসনে। প্রেম করবি তুই, আর প্রেমপত্র লি[illegible] আমি?

সুতপা

যাঃ অসভ্য। আমি তাই বলছি নাকি? নীতাদি যদি বু[illegible] বলে, ছোট ভাইত, বুঝতেও পারে।

সঞ্জয়

(হেসে) বুঝতেও পারে। নীতাকে নিয়েই বাবা যা[illegible] বাধাচ্ছেন! এখন প্রস্তাব করা মারাত্মক হবে।

(সুধাংশু, সত্যেন ও মেজর ফিরে আসেন। সুধাংশুবাবু [illegible] ফোন তোলেন)

সুধাংশু

মি: মিত্র, আমি বেলতলা থানার S. I. সুধাংশু চাটার্জী কইত্যাছি। (ফোনটি হাতে চাপিয়া মেজরকে) নাম শুইনাই[illegible] পাইছে। ম্যাজর বিনয়েন্দ্র রায় আপনার বিরুদ্ধে অ[illegible] আন্‌তে আছেন যে আপনে তাঁর কাছ থিকা একটা টাইপর[illegible] ধার নিয়া ফিরৎ দিতেছেন না।……কি কইলেন? ম্যাজ[illegible] বোঝছেন? আপনে ফেরৎ দিবেন? কিন্তু এইমাত্র আপনের দরজা ঠেলাঠেলি কইরা সাড়া পাইলাম না।…… ঠাণ্ডা লাগ্‌ছে তাই শুইয়া পড়ছেন? বা:। আপনের ত[illegible] হইছে আর আপনের স্ত্রীর Pox……হ্যাঁ। ম্যাজর কইলেন— ঐসব অসুখের অজুহাত দেখাইয়া মেশিনটা ফিরৎ দিতে চ[illegible] ……অ। ম্যাজর ভুল শুন্‌ছেন। ফিরৎ আপনে দিবেন।

আছে। আমি তা'হলে আইত্যাছি।......এ্যাঁ? অখন নয়? তয় কখন? সকাল ১০টার আগেও নয়, ১১টার পরেও নয়? ঠিক আছে। ছার্‌লাম। নমোস্কার। [ফোন রেখে দেন]

সঞ্জয়

(ঘড়ি দেখে) Idiot. সময় বলার সময়ে ঘড়ি দেখেনি। এখন ১০টা ১৫ মিঃ। ১০টার আগেও নয়, ১১টার পরেও নয়। ভাল হ'ল। এক্ষুনি যাব। সুধাংশুবাবু, আমার সঙ্গে আপনি যদি আসেন—

সুধাংশু

নিশ্চয়। চলেন—

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে পাশের বাড়ী থেকে ঘন ঘন দরজা ধাক্কা ও বেল বাজানোর শব্দ)

সত্য

যাচ্ছে যাক্। ফিরে এল ব'লে। বাবা, কম্‌তো দেখলুমনা। সারাজীবন লোক চরিয়ে খেলুম—ও চোখ দেখলে বুঝতে পারি।

(সঞ্জয় ও সুধাংশুবাবুর প্রবেশ)

মেজর

দিলনা ত? আমি ওর দরজা ভেঙে ঢুকবো।

সুধাংশু

উঁহু। সেটা ঠিক হইব না। বে-আইনী হইয়া যাইব।

মেজর

অন্যের জিনিস আটকে রাখা বে-আইনী নয়?

সুধাংশু

না মেজর। যতক্ষণ না সে আপনের মেশিনটা নিয়া পলাইয়া

যাইত্যাছে, বা গায়েব করত্যাছে—ততক্ষণ ত ফৌজদারী এলাকায় পড়ে না। তাত সে করে নাই।

মেজর

তার মানে, এখন কিছুই করার নেই? এবং এই আপনাদের আইন।

সুধাংশু

থানায় অর বিরুদ্ধে ডাইরী করেন না। কেসে ও মোরবো।

মেজর

ডাইরী? মামলা? ৫০০।৬০০ টাকার ধাক্কা। আমার মেশিনের দাম অত নয়।

( গোবর্দ্ধন মিত্রের প্রবেশ )

গোবর্দ্ধন

কিন্তু আমার দরজাটার দাম যে অনেক বেশী মেজর। বাড়ী-ওয়ালা ত আমায় ছাড়বে না। আপনারা আমার দরজা আর একটু হলেই ভেঙে ফেলেছিলেন। এটা কি ঠিক করেছেন?

সুধাংশু

দরজা খোলেন নাই ক্যান? আর মেশিনটাইবা ফেরৎ দেন নাই—

গোবর্দ্ধন

কেন? আপনারা ভুল সময়ে গিয়েছিলেন।

সুধাংশু

আপনে কন নাই ১০ টার আগেও না—১১ টার পরেও না? আমরা ১০ টা ১৬ মিঃ গেছিলাম।

গোবর্দ্ধন

আপনারা কিছু ভুল শুনেছিলেন। আমি বলেছিলাম ১০ টার পরেও না—১১ টার আগেও না।

সুধাংশু

ঠিক আছে। আপনে যান। আমরা ১১ টার সময় যাইত্যাছি।

গোবর্দ্ধন

অত্যন্ত দুঃখিত। আপনারা গিয়ে ফিরে আসায় আমরা ধরে নিলাম—আজকের মত আর আপনারা যাচ্ছেন না, তাই আমি অন্য appointment করে ফেলেছি।

মেজর

দেখুন মিঃ মিত্র। এ খেলা আর খেলতে দেব না। আপনি পাগলই হোন অথবা চোরই হ'ন আপনাকে শেষবারের মত সতর্ক করে দিচ্ছি। আজই আমার মেশিন যদি ফেরং না পাই তাহলে তার ফল ভোগ করতে হবে আপনাকে—।

গোবর্দ্ধন

সত্যি নাকি! বাস্তবিক একটা ভাঙ্গা টাইপরাইটার নিয়ে কি কাণ্ডটাই না করছেন মেজর। আমি পাগল অথবা চোর কথাটা বলে কি ভাল করলেন? আইনের চোখে এটা কিন্তু কুৎসা রটনা। আপনার পাশেই সুধাংশু বাবু দাঁড়িয়ে আছেন—আপনিও সাক্ষী রইলেন। এই মুহূর্ত্তে যদি ক্ষমা না চান তাহলে আমি এটর্ণীর চিঠি দেব। এবং মেশিন ফেরং পাবেন মামলা শেষ হলে পরে।

সঞ্জয়

মিঃ মিত্র, আপনি মেশিনটা আজই ফেরং দেবেন কিনা শেষ বারের মত জিজ্ঞাসা করছি।

গোবর্দ্ধন

তুমি কে?

সঞ্জয়

এঁর ছেলে।

গোবর্দ্ধন

বেশ! বেশ। তোমার আর ভাই নেই?

সঞ্জয়

না—। শুনুন মেশিনটা বাবার খুব দরকার।

গোবর্দ্ধন

দরকার? কতখানি দরকার?

সঞ্জয়

ভীষণ দরকার। চিঠিপত্র জমে আছে। লিখতে পারছেন না।

গোবর্দ্ধন

হাতে লিখে দাও না। আর কোন বোন-টোন নেই তোমার?

সঞ্জয়

বোন আছে একটি। কিন্তু মেশিনটা—

গোবর্দ্ধন

তোমাদের মা আছেন ত'? তিনি মেশিন চাইতে আসবেন না?

মেজর

Scoundrel.

সঞ্জয়

আপনাকে শেষবারের মত বলছি—যদি মেশিনটা আজই ফেরৎ না দেন তাহলে বাধ্য হয়ে—

গোবর্দ্ধন

ভাই-বোন, বাবা-মা, কাকা-কাকী, যে যেখানে আছে সকলে মিলে আমার বাড়ী চড়াও হবে, কেমন? খুসী তোমাদের। কিন্তু আমিও খুব শান্ত থাকবো কি? তোমরা বে-আইনি ভাবে জোর করে আমার বাড়ীর দরজা ভেঙে ঢুকতে চেষ্টা করেছো, আমি

গোবৰ্দ্ধন

কিছু বলিনি। এবার সে চেষ্টা করলে মামলা করতে বাধ্য হব। আচ্ছা চলি— (প্রস্থান)

সঞ্জু ও সুতপা

বাবা মামলা কর—লড়ে যাও।

মেজর

তাই বলছো? আমি কিছুতে— কিন্তু কি করবো, এ লোকটা আইন আদালতের চেয়েও অসহ্য।

সতু

ঠিক তাই। সহ্য করে করে আরও মাথায় উঠেছে।

সঞ্জয়

অসহ্য স্পর্দ্ধা। বাড়ী বয়ে এসে অপমান।

সুতপা

শুধু তাই। মার নাম করে পর্য্যন্ত—বাবা মামলার ভয়ে এও যদি তুমি সহ্য কর—

মেজর

আহাহা, কাঁদিস কেন? কে বলেছে সহ্য করব? আমি কি একবারও বলেছি সহ্য করব? সতু!

সতু

এ্যাঁ।

মেজর

সঞ্জু!

সঞ্জয়

বাবা!

মেজর

এটর্নী।

(আলো নিভে যায়)

## ॥ চার ॥

[ মেজরের বাড়ী। নীতা একা ফাইলে মাথা রেখে বসে আছে অদিপ ও সঞ্জয় এসে প্রবেশ করে—সঞ্জয় নীতার মাথায় হাত দেয়।]

নীতা

ওরে বাবারে। বুকটা কেমন করছে—হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দেখ।

সঞ্জয়

ছিঃ হাত ঠাণ্ডা হবার কি আছে? তুমি এখন ব্যারিষ্টার। তোমার পেশার মর্য্যাদা নিয়ে ডাঁটিয়ে পরামর্শ দেবে। বাবাকে impress করতে হবেই। Be smart.

নীতা

রেগে রেগে উঠছেন যে—আইনে এলার্জী।

সঞ্জয়

কি রকম বুঝছ বল দিকিনি?

অদিপ

আর রকম। এখন দিদি যদি ঠিকমত সওয়াল করতে পারে। তাও যা নার্ভাস। খালি বলছে বুকটা ধড়াস্—ধড়াস্।

সঞ্জয়

বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করলেত চলবে না। শেষরক্ষা করতেই হবে। এটা তোমার কর্ত্তব্য। আমি পাশের ঘরেই আছি, আর দীপুত রইলই।

( সঞ্জয়ের প্রস্থান )

নীতা

তুই বুঝছিসনা দীপু এরা যে অন্য পথে গেল। এই দেখ্ চিঠি দিয়েছে। ওরা মামলাত লড়বেই, শুধু তাই নয়—পাল্টা কেস্ করেছে মানহানির, সিটি সিভিল কোর্টে। কি সর্ব্বনাশ বল্ দেখি!

অধিপ

কেন? মেসিন ফেরৎ না দিলে আমরা মামলা করব—এ'ত ঠিক হয়েই আছে—তবে?

নীতা

তবে আর কি—হয়ে গেল।

অধিপ

কি হয়ে গেল—আরে!

নীতা

পাল্টা কেস—আর সিটি সিভিল কোর্ট, মানে টাকা আর সময় দুইই অনেক বেশী লাগবে যে। এবার গেলুম—ওরে বাপরে, আর রক্ষে নেই।

অধিপ

কী ব্যাপার—খুলে একটু বলবি তো?

নীতা

আবার কি ব্যাপার। কোন খরচ নেই, সময় মাত্র ছ'সপ্তাহ লাগবে—এই দুটি মোক্ষম pointএ মেসোমশায়কে প্রায় convince করে এনেছি—এমন সময় এই খবরটি এলো—কি সর্বনাশ বলত।

অধিপ

ঠিক আছে। আমি manage করছি। Steady আসছেন।

(মেজরের প্রবেশ)

মেজর

হ্যাঁ যা আলোচনা চলছিল—এই যে তুমি কখন এলে?

অধিপ

এইমাত্র মেসোমশাই।

মেজর

কোনও দুঃসংবাদ নেইত দুর্মুখ। হাঃ হাঃ হাঃ।

নীতা

হ্যাঁ।

মেজর

এ্যাঁঃ।

অদিপ

না, না, মেসোমশায়! একটা নতুন Phase সুরু হল আরকি। মানে, আমাদেরত ঠিকই ছিল, মেশিনটি যদি ফেরৎ না পাই তাহলে মামলা লড়ব—মানে ঐ মেশিন ফেরৎ না পেলেত আমাদের মামলা করার কথাত, আমরা আগেই—

মেজর

এযে আরো গুলিয়ে দিলো।—তুমি বলত মা—

নীতা

ওরা পাল্টা কেস করেছে।

মেজর

পাল্টা কেস্? কি অপরাধে?

নীতা

আপনি নাকি বেলতলা থানার S. I. মিঃ সুধাংশু চ্যাটার্জীর সামনে বলেছেন মিঃ মিত্র হয় চোর না হয় উন্মাদ?

মেজর

হ্যাঁ বলেছি এবং সে তাই—হয় চোর নয় উন্মাদ। তাই কি?

নীতা

মিঃ মিত্র এটা তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা বলে মানহানির মামলা এনেছেন—damage বা ক্ষতিপূরণ দাবী করে।

মেজর

এাঁ। ? তার মানে আর একটা মামলা ?

অধিপ

(সান্ত্বনা দেয়) করুক না। আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি মিঃ মিত্র পাগল, কিম্বা মেশিনটা পাচার করার মতলবে ছিলেন—তা'হলেত তাঁকে চোর বা উন্মাদ ব'লে আপনি কোনও অন্যায় করেননি। ওদের মামলা তা'হলে টিঁকবেনা।

মেজর

আর যদি প্রমাণ করতে না পারি ?

নীতা

তা'হলে, আমাদের নির্ভর করতে হবে, কোর্টের Privilege এর ওপর।

মেজর

সে আবার কি ?

অধিপ

মানে মন্দ উদ্দেশ্য না নিয়ে কাউকে যদি কিছু বলেন—যা বলার অধিকার আপনার আছে—তাহলে সেজন্য আপনার বিরুদ্ধে মামলা হয়না।

মেজর

(ভেংচে) হয় না। আরে, করেছে তো ?

অধিপ

করুক। টিঁকবেনা।

মেজর

(তিক্তভাবে) মজা মন্দ নয়। আমার মেশিন নিয়ে গেল—ফেরৎ দিলেনা। উন্মাদের মত ব্যবহার করলে—আবার তাকে চোর

বা উন্মাদ বলে আমারই বিরুদ্ধে মামলা করবে।

অধিপ

তা, কারো মামলা করা কি কেউ রুখ্‌তে পারে মেসোমশাই?

মেজর

পারে না?

অধিপ

না। তবে ল'ড়ে জিততে পারে। এবং এক্ষেত্রে এছাড়া আমাদের কোনও পথ নেই।

মেজর

খরচ পড়বে কত?

নীতা

(তাড়াতাড়ি) ওরা হেরে গেলে আপনার কোনও খরচই লাগছে না।

মেজর

আঃ। আমি যদি হারি!

নীতা

(সসঙ্কোচে) তাহলে খরচ নেহাৎ মন্দ হবে না।

মেজর

আমি জানতাম, এ আমি আগেই জানতাম। মেশিনটা তাকে দান করে দিলে অনেক লাভ ছিল। মামলা করার ফলে, আমি সেই জালেই পড়লাম।

অধিপ

যে রকম যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছেন মি: মিত্র—মামলা না ক'রেই বা আমাদের কি উপায় ছিল মেসোমশাই?

মেজর

নাঃ। কোনও উপায় ছিলনা। অন্ততঃ আইনজীবী হিসাবে তোমাদের মামলা ত করতেই হতো। লোকে মামলা না করলে, তোমরা যে বেকার হয়ে যাও। যাক্ শোনো। মেশিনটার দাবী আমি তুলে নিলে, সে কি তার কুৎসার মামলা তুলে নেবে?

নীতা

বুদ্ধিমান লোক হলে নেওয়া উচিত।

অধিপ

(ব্যস্ত হ'য়ে) কিন্তু মেসোমশাই, আপনি কি সত্যিই মেশিনটা তাকে দান করবেন নাকি?

মেজর

তাছাড়া আর কি করতে পারি?

(সত্যেনের প্রবেশ)

এইযে সতু, দেখ্ কাণ্ড দেখ্। সেই টাইপরাইটারটা, ফেরৎ ত দিলই না, উল্টে আমার বিরুদ্ধে নতুন মামলা। কি? না আমি ওকে চোর আর পাগল বলেছি।

সতু

হা। তা, এ আর বেশী কথা কি? এই তো সেদিন, আমাদের পরিবারে একটা কুৎসা রটনার মামলা হয়েছিল। দু'বছর ধরে মামলা চলল। দু'বছর ধরে আমাদের দুইপক্ষ উকিল মোক্তারের টাকা গুনতে এত বিব্রত ছিলাম যে, দুবছর পরে দুপক্ষই আর ভেবে পেলাম না—তাইতো, কি নিয়ে আমাদের মামলাটা?

নীতা ও অধিপ

(হেসে) আপনারা জিতেছিলেন নিশ্চয়।

সতু

না।

নীতা ও অধিপ

তবে কি ওপক্ষ জিতলো?

সতু

তাও না।

নীতা ও অধিপ

(সবিস্ময়ে) তবে?

সতু

জিতেছিল উকিল আর মোক্তারের দল।

মেজর

Obviously.

সতু

শেষে আপোস হ'ল। দুপক্ষই মামলা তুলে নিলাম। দুপক্ষকেই খেসারত দিতে হ'ল পাঁচ হাজার টাকা।

মেজর

এই। মামলা মানেই এই। যে গাল দিল তাকেও খরচ করতে হবে পাঁচ হাজার টাকা। যাকে গাল দিল তারও দণ্ড পাঁচ হাজার টাকা। শোনো তোমরা। আমি আর তোমাদের ঐ পাঁচ হাজারি খেসারতের মধ্যে নেই। মিস্তির মেশিন নিয়ে যাক্।

সতু

তাহলে তুই বলছিস মামলা তুলে নিবি?

মেজর

হ্যাঁ। ও যদি ওর ঐ কুৎসার মামলা তুলে নেয়। আইন যন্ত্রের টান আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। আর আমায় ফাঁদে ফেলতে পারবে না। মিস্তিরকে টাইপরাইটার দিয়ে দিতে হলেও না। তোমাদের কত দিতে হবে?

নীতা

কিছু দিতে হবে না মেসোমশাই। এটা তো Privilege এর ব্যাপার।

মেজর

আঃ। আবার ঐ শব্দটা। একটু আগে যে বল্লে—

নীতা

এটা অন্য Privilege মেসোমশাই।

মেজর

বলি মালক্ষ্মী। কতগুলো Privilege আছে তোমাদের আইনে, বলতে পারো? সাধে কি আইনী কথাবার্তা অসহ্য লাগে? মিস্ত্রিরের চেয়েও বিশ্রী। যাক্। তুমি তাহলে আমার হ'য়ে মামলাটা তুলে নিচ্ছ?

অদিপ

আমি এখনি Phone ক'রে ওদের মনোভাবটা বুঝে নিচ্ছি।

মেজর

তাই নাও।

(অদিপ ফোন তুলে মিস্ত্রিরের ব্যারিষ্টার মিঃ দত্তর সঙ্গে কথা সুরু করে)

মেজর

বোকামো করেছি। প্রথমেই মামলার রাস্তায় যাওয়া উচিত হয়নি। একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মেশিন দেখতে হবে। এদের ফি-টি দিয়ে আর তো নতুন মেশিন কেনা যাবেনা—

(নীতার দিকে চোখ পড়তে থেমে যান। অদিপের শেষ কথা শোনা যায়)

অধিপ

(ফোন-এ) তাহলে এই আপনাদের সিদ্ধান্ত? বেশ। (ফোন রেখে দেয়) ওরা মামলা তুলবে না মেসোমশাই—অগত্যা আমাদেরও চালাতে হবে।

মেজর

(ক্ষেপে যায়) কি আবোল তাবোল বক্‌ছো? আমি মামলা করেছি আর আমি তা তুলে নিতে পারবোনা?

সতু

আমাদের ইচ্ছে—আমরা মামলা ক'রবনা। তুলে নেব আমাদের মামলা, কি বল? তা পারিত?

নীতা

পারবেন না কেন? তাহলে শুধু যে এই মামলার খরচটা দিতে হবে তাই নয়—কুৎসার মামলার জন্য ক্ষতিপূরণও আদায় করতে পারে ওরা, আমাদের ঘাড় ধ'রে।

মেজর

মেশিনের দাবী আমি ছেড়ে দিলেও?

নীতা

দিলেও?

সতু

সাংঘাতিক।

মেজর

বোম্বেটে। কোনও ক্ষতিপূরণ দেবনা। ক্ষতিপূরণ ন্যায্যত তারই দেওয়া উচিত।

সতু

ওর পেছনে উকিল আছে বুঝলি। এ সমস্ত তারই ষড়যন্ত্র।

মেজর

আমি বলিনি, আইন যন্ত্র সুযোগ পেলেই মানুষের রক্ত শুষে নেয়। আমি চারপাশে নাগপাশের বাঁধন টের পাচ্ছি।

সতু

ঠিক বলেছিস বিনু, অক্টোপাসের বাঁধন. .

মেজর

( নীতার হাত ধ'রে ) নীতা—লক্ষ্মী মেয়ে, আমায় বাঁচাও, মামলার হাত থেকে বাঁচাও। আমার বাপ ঠাকুর্দার মত একোর্ট সে কোর্ট ঘুরে ঘুরে সর্বস্বান্ত হব। খরচ দেব—মামলা তুলে নাও, দুপক্ষ থেকেই।

নীতা

আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব মেসোমশায়। আবার তাদের কাছে দরবার ক'রে দেখছি। ও দীপু— ( দীপু Phone তুলে নেয়। )

নীতা

কিন্তু ভয়ানক খারাপ লাগছে মেসোমশাই। আপনি কোনও অন্যায় করেননি—শুধু শুধু—কতগুলো টাকার খেসারৎ দিতে হবে—এ যেন আমার নিজের গায়ে লাগছে।

( মেজর অগ্নিদৃষ্টিতে তার দিকে তাকান )

অদিপ

( Phone এ ) শুনুন মিঃ দত্ত, আমার মক্কেল খরচ দিয়ে মামলা তুলে নিতে চান। কত টাকা পেলে আপনারা মিটিয়ে নিতে পারেন ? ......কি বল্লেন ? মেশিন, মামলার খরচ, এবং দেড় হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ?.........ধন্যবাদ, আমি যথা সময়ে জানাবো।

( ফোন রাখে )

মেসোমশাই—মেশিন, মামলার খরচ আর দেড় হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ।

মেজর

জোচ্চর, বাটপাড়, বদমাইশ। চোর ব'লে কিছু অন্যায় করিনি।

সতু

আসলে মেশিনটি বাজেয়াপ্ত করার মতলব।

নীতা

শুধু তাই নয়, মামলার খরচ, তার ওপর দেড়হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ।

মেজর

এই আমার প্রাপ্য হ'ল বিনাদোষে—আর এই তোমাদের আইন।

নীতা

মেসোমশাই একটা কথা বলব ?—আমি একবার বাবার সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম, আপনার এই মামলাটী সম্পর্কে। তিনি বল্লেন—

মেজর

কি বল্লেন ?

নীতা

বাবা বল্লেন—আপনার মামলা তুলে নেওয়া ভুল হবে। কারণ আপনার ground খুব strong. মেশিনের দাবীর মামলায় আপনি জিতবেনই। তাহলে মেশিনটী আর এই মামলার খরচ আপনি আদায় করতে পারবেন মিঃ মিত্রের কাছ থেকে। দ্বিতীয় মামলা, ওদের পাল্টা মামলায়, আমাদের একটা আইনের Privilege আছে। যদি হেরেও যাই—ঐ damageটুকুই দিতে হবে—তার বেশী নয়।

সতু

হ্যাঁ বিনু, খরচের দিক থেকে, মামলা চালিয়ে গেলেই সুবিধে। সেবার সেই যে সাতকড়ি বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে মামলাটায়, নাকানি চোবানি খেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেল—মাঝখান থেকে আমাদের কিছু টাকা লাভ—

নীতা

ঠিক বলেছেন —এই হয়।

মেজর

তাহলে তোমরা বলছ —

( সুতপা ও সঞ্জয়ের প্রবেশ )

দুজনে

মামলা চালিয়ে যেতেই হবে বাবা।

সঞ্জয়

যখন খরচের দিক থেকে এটাই সুবিধা—

সুতপা

আর যখন মিস্তিরের বাঁদরাম অসহ্য—

সন্তু

বিনু ! তাহলে লড়ে যা।

সঞ্জয়

বাবা, এমাসে আমার কিছু ভাল রোজগার হ'য়েছে বাবা, যদি চাওতো —

সুতপা

আমার পকেট মানি থেকে আমিও কিছু দিতে পারি বাবা।

মেজর

ধন্যবাদ। আমি এখনো মরিনি। তাহলে তুমি বলছ মামলায় আমরা জিতবো ।

অধিপ

হ্যাঁ মেসোমশাই। দিদি! তোর সওয়ালের প্রথম Point মিস্তিরকে দিয়ে কবুল করিয়ে নেওয়া, যে মেশিনের দাবী আমাদের ন্যায় সঙ্গত।

মেজর

তা কি সে করবে ?

নীতা

না করে তার উপায় নেই। তাহলেই তার motive বেরিয়ে আসবে—কেন সে দিচ্ছেনা ফেরৎ, কি উদ্দেশ্য রয়েছে এর পেছনে ?—এটা আমাদের দিকের সবচেয়ে important প্রশ্ন।

অধিপ

অর্থাৎ তাকে ব'লে ফেলতেই হবে, যে হয় সে ইচ্ছে ক'রে শয়তানীর খেলা খেলছে, নয় সে উন্মাদ।

নীতা

ঠিক তাই। তাহলেই দেখছেন মেসোমশাই, পরের মামলা মানে ওদের ঐ কুৎসার মামলায় জেতার রাস্তা তৈরী হ'য়ে যাবে আমাদের প্রথম মামলার মধ্যে দিয়েই।

সঞ্জয়

তার মানে, ওকে পাগল বা চোর ব'লে বাবা কোনো অন্যায় করেনি—এই তো তোমার Point ?

নীতা

Exactly.

সঞ্জয়

বাবা। বুঝছ ব্যাপারটা ? অতএব দেখা যাচ্ছে—কোনও ক্ষতিপূরণ সে দাবী করতে পারেনা।

নীতা

পারেনা।

সঞ্জু ও সুতপা

তাহলে ?

মেজর

তাহলে, ছুটো মামলাতেই জেতার চান্স ?

নীতা

ঠিক তাই মেসোমশাই।

মেজর

Thank you, thank you darling. So it is decided. আমরা মামলা চালাবো এবং জিতবো—

সকলে

ছুটোতেই !

( আলো নিভে যায় )

## ॥ পাঁচ ॥

( সিটি সিভিল কোর্ট। যথারীতি সাজানো। আসামী পক্ষের ফরিয়াদি পক্ষের এটর্নী যথাক্রমে মিঃ মুখার্জী এবং অদিপ সেন। কাগজপ নিয়ে তৈরী। নীতার প্রবেশ এবং পরে জজ সাহেবের প্রবেশ। সকলে উ দাঁড়িয়ে বিচারককে অভিবাদন জানিয়ে নিজ নিজ আসনে বসে।)

নীতা

( অদিপের ইসারায় উঠে দাঁড়ায় সওয়াল করতে )

মহামান্য আদালতের কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, অ যে মামলার জন্য হুজুরের কাছে উপস্থিত হয়েছি—তা এমন অসাধা কোনও ব্যাপার সংক্রান্ত মামলা নয়। বাদী মেজর বিনয়েন্দ্র রা একটি টাইপরাইটার মেশিন প্রতিবাদী শ্রীগোবর্দ্ধন মিত্র ধার হিসে নিয়েছিলেন, এবং তা ফেরৎ দেননি। বাদীর অভিযোগের ভিত্তি তিনটি। (১) মেশিনটি তাঁর, (২) তিনি প্রতিবাদীকে

হিসেবে দিয়েছিলেন, (৩) মেশিনটি তিনি ফেরৎ পাননি। এই তিনটি তথ্যই যেহেতু প্রতিবাদী, মহামান্য রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে স্বীকার ক'রে এসেছেন, সেই হেতু এখন প্রতিবাদীরই কর্ত্তব্য, হয়, তিনি এ তথ্য অস্বীকার করুন, নতুবা যন্ত্রটিকে কেন ফেরৎ দেননি তার কারণ প্রদর্শন করুন।

জজ

ঠিক কথা। কই আপনার ব্যারিষ্টার এখনো—

এটর্নী মিঃ মুখার্জ্জী

Your honour ! ব্যারিষ্টার মি: দত্ত একটি কেস সেরে এখনো এসে পৌঁছননি। দয়া ক'রে যদি এক মিনিট সময় দেন—

জজ

ঠিক আছে।

(সেই মুহূর্ত্তেই মিঃ দত্ত অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে প্রবেশ করেন। প্রবেশ করেই নিতান্ত সহজ ভাবে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে সুরু করে দেন)

দত্ত

ধর্ম্মাবতার—আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু যা বললেন—ব্রিফ্‌?

এটর্নী

(সবিস্ময়ে) ব্রিফ ? ব্রিফ কি মশাই ?

দত্ত

(হঠাৎ সচেতন হ'য়ে) ও—ব্রিফটা অফিসে ফেলে এসেছি।

এটর্নী

কি মুস্কিল। (ছুটে বেরিয়ে যেতে থাকে)

দত্ত

শুনুন—কি কেস ?

এটর্নী

সেই মেশিনের কেসটা।

দত্ত

ঠিক আছে। ( এটর্নী বেরিয়ে যায় )

দত্ত

তার প্রতিবাদ আমি করছি না—এবং আমি যা কিছু বলব তা তাঁর বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই বলব না। আমি শুধু একটি মামলার উদাহরণ দ্বারা আমার বক্তব্য হাজির করব। ধরুন—মহামান্য বিচারপতি যদি কোনও বন্ধুর নিকট হতে কোনও বস্তু ধার হিসেবে গ্রহণ করেন এবং বন্ধুটি ফেরৎ চাইতে এলে ফেরৎ দিতে অপারগ হন এই কারণে যে, ধর্মাবতার পরলোক গমন করেছেন। ( এটর্নীর প্রবেশ ) তা হলে এই ফেরৎ না দেওয়াকে আপনার বন্ধু কি বস্তুটি আটক রাখার দায়ে অভিযুক্ত করতে পারেন? অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হবে, না।...... ...ব্রিফ্?

এটর্নী

আসছে। আপনি চালান।

দত্ত

ঠিক আছে। উদাহরণ স্বরূপ বললাম। কিন্তু একথা আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর প্রত্যেকে বিশ্বাস করেন—আমাদের মহামান্য ধর্মাবতার দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবেন, আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি, তিনি দীর্ঘজীবি হোন।

কি হল? ( এটর্নী ইসারা করে চালাতে ) এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে প্রতিবাদীর মৃত্যু এমন একটি ঘটনা যার সঙ্গে বর্তমান মামলার কোনও সাদৃশ্য নেই। আমি জানি, বাস্তবিকই সে ধরণের কোনও সাদৃশ্য নেই। ( বেয়ারা প্রবেশ করে এটর্নীকে ব্রিফ দেয় ) কিন্তু ধর্মাবতার

যদি নিদ্রিত থাকতেন এবং বাদীর আহ্বান শুনতেই না পেতেন তা হলে ? সে ক্ষেত্রেও কি একথা বলা চলবে যে, বস্তুটি ধর্ম্মাবতার ইচ্ছাকৃতভাবে আটক রেখেছেন ?

এটর্নী

অস্বীকার—প্রত্যাখ্যান নয়।

দত্ত

ফেরৎ দিতে না পারা এবং তা দিতে অস্বীকার করা বা প্রত্যাখান করা এক বস্তু হল কি ?

জজ

যখন মেশিনটি তাঁর বাড়ীতেই আছে।

দত্ত

মেশিনটি তাঁর বাড়ীতেই আছে (এটর্নীর দিকে তাকাতে সে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়) হ্যাঁ মেশিনটা তাঁর বাড়ী আছে।

এটর্নী

( মিস্ মিত্র কথা ঘুরিয়ে দেয় ) অসুস্থতার জন্য প্রতিবাদীর পক্ষে মেশিনটা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব হয় নি।

দত্ত

অসুস্থতা, ধর্ম্মাবতার, অসুস্থতার জন্য প্রতিবাদীর মেশিনটি ফেরৎ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

নীতা

বেশত—বাদীকে ভেতরে ঢুকতে দিয়ে জিনিসটা আনতে সাহায্য করলেই হত।

দত্ত

Excuse me my friend, let me finish first.

নীতা

Sorry.

জজ

মিস্ সেনের প্রশ্নটা কিন্তু বিবেচনার দাবী রাখে। বাদী নিজে

মেশিনটি আনতে গিয়েছিলেন প্রতিবাদী তাঁকে বাড়ীতেই ঢুকতে দেননি। সেটাই এক্ষেত্রে দাবী এবং প্রত্যাখানের জোরালো প্রমাণ নয় কি? যদি না অবশ্য প্রতিবাদী এই প্রমাণ বাতিল করার স্বপক্ষে উপযুক্ত তথ্য দিতে পারেন।

দত্ত

সেই জন্যেই ধর্মাবতার,—ধর্মাবতারের দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতার মূল্য দিয়ে, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি বলব, যে অভিজ্ঞতার সুফল দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার কোর্ট উপভোগ করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও করবে—আমার মক্কেলের স্বপক্ষে সুযুক্তি উপস্থাপিত করার দায়িত্ব আমি স্বীকার করে নিলাম।

জজ

সুখী হলাম। এবার তাহলে শুরু করুন।

দত্ত

ধর্মাবতার! প্রতিপক্ষের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে—বাদী প্রতিবাদীকে একটী সেলাই মেশিন ধার দিয়েছেন—

এটর্নী

(দৌড়ে এসে) ও-মশাই সেলাই মেশিন কি? টাইপরাইটার মেশিন।

দত্ত

Sorry. ধর্মাবতার, একটী টাইপরাইটার মেশিন ধার দেন এবং দাবী করা সত্ত্বেও ফেরৎ পাননি। তাই মেশিনটী ফেরৎ পাবার জন্য বাদী মামলা করেছেন। এই মামলায় একটী মাত্র প্রশ্ন আছে—প্রতিবাদী কি সত্যিই ফেরৎ দিতে অস্বীকার করেছেন?

জজ

তিনি কি ফেরৎ দিয়েছেন?

দত্ত

এখনও নয় ধর্মাবতার। প্রতিবাদীর মেশিনটী ফেরৎ দেওয়া উচিত ছিল—ধর্মাবতার এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছুবার পূর্ব্বে, আমাকে ব্যাখ্যা করতে দেওয়া হ'ক, কেন তিনি ফেরৎ দেননি।

জজ

সেই ফেরৎ না দেওয়ার কারণইতো আপনি বলতে যাচ্ছেন।

দত্ত

অবশ্যই ধর্মাবতার।

জজ

কিন্তু মেশিনটী বাদীর সম্পত্তি-প্রতিবাদী একথা স্বীকার করেছেন। তবে কেন বাদী মেশিনটী ফেরৎ পাবেন না—এটা বোঝা বাদীর পক্ষে দুরূহ এবং আমাদের পক্ষেও।

দত্ত

আমি স্বীকার করি ধর্মাবতার। তার কারণ ছিল, এবং সেই কারণটীর দিকেই আমি ধর্মাবতারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, প্রতিবাদীর পাল্টা অভিযোগের সঙ্গে যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

নীতা

ধর্মাবতার, বাদীর অভিযোগের মামলা চলছে—প্রতিবাদীর পাল্টা অভিযোগের নয়।

দত্ত

(চিৎকার করে) ধর্মাবতার, আমি দাবী করছি, আমার বক্তব্য শেষ করতে দেওয়া হোক্। এইভাবে প্রতিমুহূর্ত্তে বাধা দিলে—

জজ

Please don't interrupt the proceedings.

দত্ত

Thanks your honour. ধর্মাবতার আমি বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চাই, পাল্টা অভিযোগটিই এই মামলার মূল গ্রন্থি। বাদী মেশিনটি ফেরং না পেয়ে প্রতিবাদীর নামে কুৎসা রটনা করেছেন। যে কুৎসা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত না করেও আমি বলবো যে, যে কোনও মানুষের পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানজনক। (এটর্নীর ইসারায়) তিনি বলেছেন—এবং শুধু একবারে নয়, পর পর তিনবার বলেছেন—আমি এ বিষয়ে ধর্মাবতারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, কারণ, আমি মনে করি এ শুধু রাগের ঝোঁকে কাউকে কিছু ব'লে ফেলা নয়, উনি বার বার তিনবার, ঠাণ্ডা মাথায় আমার মক্কেলকে বলেছেন, হয় তিনি উন্মাদ নয় চোর। আমি বলবো, এবং বেশ জোরের সঙ্গেই বলবো, তিনি যা বলেছেন তা সত্যি সত্যি মারাত্মক অপবাদ। তিনি একথা প্রচার করেছেন কার কাছে? ধর্মাবতার লক্ষ্য করুন, স্থানীয় থানার S. I. Mr. Chatterjeeর কাছে, যা আমি কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করিনা। মনে করুন ধর্মাবতার, আমার মক্কেল যখন সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে, অপরিচিত প্রতিবেশীদের মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করছেন—

অধিপ

ভূমিকা করার ভঙ্গীটি অভিনব।

নীতা

(একান্তে) হাড়জ্বালানে, এক ঘেঁয়ে।

দত্ত

বাস্তবিক! আমার সওয়ালের মধ্যে এভাবে বাধা প্রদান করায় আমি তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ধর্মাবতার, যে সময়ে আমার মক্কেল নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার

জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, সেই সময়ে কি হ'ল ?

( নাটকীয় ভাবে থেমে যান, সকলের
মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নেন )

বাদী পুলিশের কাছে অপবাদ দিলেন, হয় তিনি উন্মাদ—নয় তস্কর ধর্মাবতার জানেন, এ সংসারে মিথ্যা রটনা কত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এই অবস্থায় কল্পনা করুন ধর্মাবতার আমার মক্কেল প্রতিবেশীর ক খানি ঘৃণা ও উপহাসের পাত্র হয়ে উঠলেন। বাড়ীওলা বাড়ী ভাড় দিচ্ছে না—কারণ ? তিনি চোর বা উন্মাদ। মুদি জিনিস দিচ্ছে না— কারণ ? তিনি হয় চোর, নয় উন্মাদ। ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিচ্ছে না—কারণ তিনি চোর অথবা উন্মাদ। ধর্মাবতার, মানবতার নামে কল্পনা করুন আমার মক্কেলের সেই অসহায় করুণ অবস্থা। অথচ আমার মক্কে এ দুটির কোনোটিই নন। ধর্মাবতারকে আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি বাদী ঠাণ্ডা মাথায়, সুনিশ্চিত বিশ্বাসে আমার মক্কেলকে বলেছেন, হ তিনি চোর নয় উন্মাদ।

( অধিপ নীতার কানে কানে কিছু বলে )

নীতা

(উঠে দাঁড়ায়) সাধারণ ভাবে চোরদের কথা বলা হয়নি। একটি বিশেষ ব্যক্তির কথা—

দত্ত

দত্ত

এবং তিনি চোর—

নীতা

ধর্মাবতার চোর বলতে—

দত্ত

( চিৎকার ক'রে ) প্রতিপক্ষের পক্ষ থেকে আমি দাবী করছি— প্রতিবাদীকে মেশিন চোর এই অপবাদ দেওয়া হয়েছে।

নীতা

যদি না তিনি উন্মাদ হন।

দত্ত

ধন্যবাদ, ঠিক তাই। যদি না তিনি উন্মাদ হন। উপমা দুটি বড়ই সুন্দর—নয় কি? হয় উন্মাদ, নয় মেশিন চোর—

নীতা

একটী মেশিন এবং আমার মক্কেলের মেশিন।

দত্ত

ঠিক কথা। আমার বন্ধু সঠিক ভাবেই সংশোধন করে দিয়েছেন। একটী আগন্তুক প্রতিবেশীকে এই ধরণের অপবাদ দেওয়া, ধর্ম্মাবতার—ঘটনাটী কিন্তু এইখানেই থেমে যায়নি। আমার মক্কেল বাদীকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেছিলেন। প্রতিবাদীর পক্ষে এই নম্রতা প্রশংসাজনক। কিন্তু তার ফল কি হ'ল?

(নাটকীয় ভাবে থেমে যান)

জজ

মিঃ দত্ত। এই কোর্টে কোনো জুরি নেই যে, আপনার ভাষার অলঙ্করণ তাদের প্রভাবান্বিত করবে।

দত্ত

প্রয়োজন নেই ধর্ম্মাবতার। আমরা আপনাকেই চেয়েছিলাম মামলার জন্য নিষ্পত্তির আশায়।

জজ

কিন্তু আপনি যে সময় নিচ্ছেন—তাতে—

দত্ত

ক্ষমা করুন ধর্ম্মাবতার। সাক্ষী ডাকবার আগে, আমি শুধু এ কথাটাই বোঝাতে চেয়েছি যে, এই জঘন্য কুৎসায় প্রতিবাদীর কি প্রতিক্রিয়া হ'ল। অপবাদ দুটী হ'ল—

জজ

আমাদের মনে আছে মিঃ দত্ত। পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

দত্ত

(থমকে যান) ধর্ম্মাবতার, বাদী ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্ত্তে, এ জঘন্য অপবাদ দুটীর পুনরাবৃত্তি করেছেন। যদি উত্তেজনার মুহূর্ত্তে বলে থাকেন,—যা তিনি বলেননি—তবু তর্কের খাতিরেও যদি মেনে নেওয়া যায়,—তাহলে এই পুনরাবৃত্তিকে আপনি কি বলবেন ধর্ম্মাবতার, মকদ্দমার মূলসূত্র এইখানে। বাদী ইচ্ছাকৃত ভাবে, ঠাণ্ডা মাথায় এই কুৎসা তিনবার উচ্চারণ করেছেন।

জজ

আমি বুঝতে পারছিনা মিঃ দত্ত আপনি কি বোঝাতে চাইছেন! উত্তেজনার মুহূর্ত্তে বাদী এই কুৎসা রটনা করেননি? অর্থাৎ তিনি ঠাণ্ডা মাথায়, পূর্ণ বিশ্বাসে এই অপবাদ দিয়েছেন?

দত্ত

ঠিক। আমি সেই সিদ্ধান্তেই আসবো ধর্ম্মাবতার।

জজ

তাতে কি আপনার মক্কেলের খুব সুবিধে হবে? বাদী যা বিশ্বাস করেন, তাই বলেছেন। তাঁর পক্ষে এইটাই সবচেয়ে বড় যুক্তি নয় কি?

দত্ত

(থমকে যান) এক মিনিট। ক্ষমা করবেন ধর্ম্মাবতার। আমি এটর্নীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

জজ

বলুন।

( এতক্ষণ আসনে ব'সে এটর্নী মিঃ মুখার্জী অস্থির হ'য়ে উঠছিলেন। বারে বারে ইসারা করেও মিঃ দত্তর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পেরে হতাশ হচ্ছিলেন। এবার রাগে ফেটে পড়েন )

এটর্নী

কি করছেন কি মশায়? সর্ব্বনাশ করে দিলেন? মামলাটা ফেঁসে গেল যে।

দত্ত

( এতক্ষণে ধরতে পারেন, বাদী পক্ষের সপক্ষে তিনি বক্তৃতা করেছেন)

I am sorry, ঠিক আছে। সামলে নিচ্ছি।

( নতুন উৎসাহে সুরু করেন ) ধর্ম্মাবতার, ঠিক সূত্রটাই ধরিয়ে দিয়েছেন। বাদী যখন এই অপবাদ পুনরাবৃত্তি করেন তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন।

জজ

( অধিপ ও নীতা সশব্দে হেসে ওঠে )

তাহলে ক্রুদ্ধ অবস্থায় বাদী কুৎসা রটনা করেছেন—এইত আপনার মামলা?

দত্ত

( ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ) ধর্ম্মাবতার আমাকে বি-প-দে ফেল্লেন।

জজ

বিপদ কিসের?

নীতা

এও হয়, সেও হয়—

অধিপ

এখন কোন্‌টা?

দত্ত

( ক্ষেপে গায় ) ধর্ম্মাবতার আমি অত্যন্ত আপত্তি জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুরা যা ইঙ্গিত করলেন—

জজ

শুনতে পাইনি 'ত? সলিসিটর তার উকিলকে পরামর্শ দেবেনা?

দত্ত

ধর্মাবতার সলিসিটর উকিলকে পরামর্শ অবশ্যই দেবেন। কিন্তু আমার পক্ষে মামলা চালানো একেবারেই অসম্ভব—এইভাবে যদি দ্বৈত সঙ্গীত—

অধিপ

দৈত্য সঙ্গীত? আপত্তিজনক—

নীতা

(চেঁচিয়ে হল্লা করে) objectionable দৈত্য সঙ্গীত?

দত্ত

আমি দ্বৈত বলেছি—

নীতা

ধর্মাবতার, withdraw করতে বলুন—

জজ

আস্তে আস্তে। অনর্থক কেসটা Prolong করছেন।

নীতা

(টিপ্পনী) নইলে, fees এর মিটার বাড়বে কি করে?

দত্ত

(লাফিয়ে উঠে) ধর্ম্মবতার, ঐ শুনুন—

জজ

(হাতুড়ি ঠুকে) Order! Order! তাহলে আপনার মামলা আপনি কিভাবে উপস্থিত করছেন? বাদী প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে কুৎসা উচ্চারণ করেছেন রাগের মাথায় কি না?

দত্ত

ধর্ম্মাবতার নিশ্চয় অসন্তুষ্ট হবেন না যদি সাক্ষী এ প্রশ্নের উত্তর দেন।

জজ

সাক্ষীরা ত বলবেনই। আপনার বক্তব্য সম্পূর্ণ করুন। আপনি এতখানি সময় না নিলে এ প্রশ্নই আমি করতাম না।

দত্ত

আমি কি অনেক সময় নিয়েছি বলে ধর্ম্মাবতার মনে করেন ?

জজ

করি।

(নীতা খিল্ খিল্ করে হাসে)

দত্ত

আমি অত্যন্ত দুঃখিত। ধর্ম্মাবতার! আমার মক্কেলের অভিযোগ সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করা আমার দায়িত্ব—a sacred duty—তাই আমি—। মনে করুন ধর্ম্মাবতার, আমার মক্কেল যখন নতুন পরিবেশে, সম্পূর্ণ নতুন প্রতিবেশীদের মধ্যে—

নীতা

(একান্তে) আবার নোতুন করে সুরু করলে যে!

জজ

(দত্তকে বাধা দিয়ে) বহুপূর্ব্বেই এ কথা জেনেছি মিঃ দত্ত।

দত্ত

অত্যন্ত দুঃখিত ধর্ম্মাবতার। বিচারকের কতটুকু মনে আছে সে কথা জানা আইনজীবিদের পক্ষে এত মুস্কিল! কোনো Point যদি ধর্ম্মাবতারের নজর এড়িয়ে যায়—মামলার পক্ষে তা কত মারাত্মক হতে পারে—

জজ

আপনি এতক্ষণ ধরে যা বল্লেন তা মাত্র ৫০টী শব্দে বলা যেত, অথচ আপনি—

দত্ত

ধর্ম্মাবতার যদি আশা করেন আপনার মত তীক্ষ্ণধী আমরাও হব—

জজ

আর কোনও মূল Point বাদ যায়নি আশা করি ?

দত্ত

শুধু এইমাত্র যে, আজ এই মামলার সম্মুখীন হ'য়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আমার মক্কেলের পক্ষে কতখানি মর্ম্মান্তিক ঘটনা, তা ধর্ম্মাবতার শুধু—অনুভব ক'রে দেখুন। তিনি শুধু—শান্তিতে, সম্মানের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলেন। মামলাটি এই নতুন জীবন সুরু করার পক্ষে কতবড় শোচনীয় দুর্ঘটনা! কি করবেন তিনি? কি করতে পারতেন? কোর্টের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া, আর কি উপায় ছিল তাঁর? কোন্ অপরাধে তাঁর এই অপবাদ? কেন? কেন?

( নাটকীয় ভাবে 'কেন কেন' বলতে বলতে জজের প্রায়
নাকের সামনে হাত ছুঁড়তে থাকেন )

জজ

(অতি শান্ত ভাবে) এর উত্তর কি আমায় দিতে হবে মি: দত্ত? মেশিনটী ফেরৎ দিতে পারতেন!

দত্ত

( যেন প্রচণ্ড আঘাত পেলেন )—এবং চোর অথবা উন্মাদ অপবাদ কাঁধ পেতে নিতেন? ধর্ম্মাবতার সুনাম ও সম্মান, যা আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পাদ ব'লে মনে করি—

( হঠাৎ নাটকীয় ভাবে থামেন )

জজ

( ফোঁস্ ক'রে দীর্ঘশ্বাস ) বলে যান মিঃ দত্ত, বলে যান।

দত্ত

অন্যায় কিছু বলেছি কি ধর্ম্মাবতার? যে আমার সুনাম ধূলোয়—লুটিয়ে দিল—

জজ

আমি জানি—আমি জানি—

দত্ত

আমি অত্যন্ত দুঃখিত ধর্ম্মাবতার। সে যাই হোক, মেশিনটী সম্পর্কে যত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় আমার মক্কেল দিয়ে থাকুন না কেন, বাদী তার চেয়েও গুরুতর অন্যায় করেছেন প্রতিবাদীর সুনাম ক্ষুণ্ণ ক'রে।—সুনাম যা মানুষের—

নীতা

আর কতক্ষণ বলবে রে?

অধিপ

মনে হচ্ছে—অনন্তকাল।

জজ

বাস্তবিক মিঃ দত্ত। বিশ মিনিট আগে আপনি বলেছিলেন, সাক্ষী ডাকার আগে মাত্র একটী কথা বলবেন। এতক্ষণ ধ'রে আপনি শুধু একটী নয়, অনেক কথাই বললেন। মনে হচ্ছে সাক্ষী ডাকার আগে আপনি আর একবার সবটুকু বলবেন।

নীতা

( আঁৎকে উঠে চুপি চুপি ) এ্যাঁ? মরে যাব ধর্ম্মাবতার, একেবারে ম'রে যাব।

দত্ত

(সবিনয়ে) ধর্ম্মাবতারকে কি আমি ক্লান্ত ক'রে তুলেছি ?

জজ

অত্যন্ত। শুধু আমি নয়। যাঁরা মামলা করেছেন, বাদী, প্রতিবাদী এবং শ্রোতারা সকলেই ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছেন।

দত্ত

আমি প্রায় শেষ ক'রে এনেছি ধর্ম্মাবতার। তাছাড়া, শেষে আমারত আর একটী বক্তৃতার সুযোগ আছে।

জজ

তা আছে। (দীর্ঘশ্বাস ফেলেন)

(নতুন উৎসাহে)

দত্ত

ধর্মাবতারকে মনে রাখতে হবে, আমার মক্কেল প্রকৃতপক্ষে বাদী।

জজ

(স্বগতঃ) ঈশ্বর তুমি নির্দ্দয়।

দত্ত

(নিস্তেজ হয়ে) ঘটনা সম্পর্কে আমার বিবরণ আমি এইখানেই শেষ করছি।

জজ

(উৎসাহে) তাহলে এবার—

দত্ত

আইনের নজীর ? ধর্ম্মাবতার, আমি সঙ্গে করেই এনেছি।

(এটর্নী মুখার্জীর সাহায্যে লাল রিবন বাঁধা মোটা মোটা ৭ খানা বই টেবিলের ওপরে স্থান পায়। নীতা ও অমিয়ের চোখ বড় বড়। দত্ত খস্ খস্ শব্দে পাতা উল্টোতে থাকেন।)

নজীরগুলি ধর্ম্মাবতার যদি এখনই খতিয়ান ক'রে দেখেন—

জজ

(ক্রুদ্ধ) আইনের নজীর? কেন?

দত্ত

আদালতে অনেকগুলি কুৎসার মামলা অতীতে হ'য়ে গেছে। ধর্ম্মাবতারের স্মৃতি আমি ফিরিয়ে আনতে পারি, সেই মামলাগুলোর সারাংশ বিবৃত করে।

জজ

রাজ্যের কুৎসা ঘেঁটে আবার একটা বক্তৃতা দিতে চান? মিঃ দত্ত সে কষ্ট আপনার ক'রে কাজ নেই। বরং ল' কলেজের council এ বক্তৃতা দেবেন—

দত্ত

(কাঁচুমাচু) ধর্ম্মাবতার দয়া ক'রে মনে করবেন না যে আইন সম্বন্ধে আপনাকে কোনো উপদেশ—

জজ

(দৃঢ়) হাঁ। আমি তাই মনে করছি মিঃ দত্ত।

দত্ত

ক্ষমা করুন। এমন ধৃষ্টতা আমার কখনোই হবেনা। ধর্ম্মাবত আইন বিধি অথবা এই মামলা সম্বন্ধে অজ্ঞ একথা মনে কর বাতুলতা। আমি শুধু সাহায্য করতে চেয়েছিলাম—

জজ

(সক্রোধে) তেমন কোনো আইনের প্রশ্ন উঠতে পারে বলে আপনি মনে করেন তাহলে সেইটাই বলুন, খুব সংক্ষেপে—

তো—

দত্ত

(তোত্‌লায়) ধ-ধর্ম্মাবতার অনুমতি করুন, সাক্ষী ডাকি? আমার দীকে—(নীতার তীব্র দৃষ্টি দেখে, সংশোধন করে) অর্থাৎ প্রতিবাদী ঃ মিত্রকে—

জজ

ডাকুন।

(গোবর্দ্ধন মিত্র এসে দাঁড়ান কাঠগড়ায়, শপথ নেন)

দত্ত

আপনার নাম শ্রীগোবর্দ্ধন মিত্র?

গোবর্দ্ধন

আজ্ঞে না?

(সকলে বিস্মিত)

দত্ত

আপনার নাম গোবর্দ্ধন মিত্র নয়?

গোবর্দ্ধন

না।

দত্ত

(ধমকে) তাহলে আপনার নাম কি?

গোবর্দ্ধন

গোবর্দ্ধন চন্দ্র মিত্র।

(হাসির রোল ওঠে)

দত্ত

(দাঁত চেপে) Rubbish. আমি দুঃখিত। আচ্ছা গোবর্—(মিত্র নাক কোঁচকায়, দেখে, দত্ত সামলে নেন) আচ্ছা মিঃ মিত্র, টাইপরাইটারটি এখন কোথায়?

গোবর্দ্ধন

(৩২ পাটি দাঁত বার করে) আজ্ঞে আমার বাড়ীতে।

দত্ত

ওটা বাদীকে ফিরিয়ে দিতে আপনি রাজী আছেন?

গোবর্দ্ধন

নিশ্চয়ই!

দত্ত

কখন?

গোবর্দ্ধন

যখন, বিচারকের নির্দ্দেশে তিনি আমায় ক্ষতিপূরণ দেবেন।

দত্ত

বিচারক যদি ক্ষতিপূরণের নির্দ্দেশ না দেন?

গোবর্দ্ধন

কেন দেবেন না কেন? আমি চোর বা উন্মাদ নই! দেবেন না কেন?

দত্ত

বিচারক বলতে পারেন, বাদী আইনের Privilege দ্বারা সুরক্ষিত।

গোবর্দ্ধন

আইনের প্রিভিলেজ—কথাটা শোনা শোনা বোধ হচ্ছে। আপনিই বোধহয় বলেছিলেন—কি কথাটা হয়ে ছিল একটু মনে করিয়ে দিন তো।

জজ

মি: মিত্র এ আলোচনা চলবেনা। উত্তর দিন।

গোবর্দ্ধন

কি প্রশ্ন আমি ভুলে গেছি।

জজ

বাদীর ওপর যদি কোনো ক্ষতি পূরণ ধার্য্য না হয়, তাহলে কখন

মেশিনটা ফেরৎ দেবেন ?

গোবর্দ্ধন

এমন সম্ভাবনার কথা আমি ভাবিনি ধর্মাবতার।

জজ

ভাল, এখন ভাবুন।

গোবর্দ্ধন

এখন ? এখানে ? এই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ?

জজ

নিশ্চয়।

গোবর্দ্ধন

সম্ভব নয় ধর্ম্মাবতার। কাঠগড়ায় দাঁড়ালে মানুষ বাবার নাম ভুলে যায়। আমার pulse fail করছে।

জজ

আপনি বসতে পারেন।

গোবর্দ্ধন

এই আসনটা এমন বিশ্রী, গায়ে ব্যাথা হবে।

জজ

মিঃ মিত্র—আপনি ভাঁড়ামো করতে চাইলে আপনাকে বিপদে ফেলতে পারি। আদালত খেলার জায়গা নয়।

গোবর্দ্ধন

ধর্মাবতার! আপনি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন? এমন কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। কি ক'রে সাক্ষী দেব! আমার মাথা ঘুরছে। আপনি নিশ্চয় আমায় জেলে দেবার কথা বলছেন ?

জজ

না তা বলিনি।

গোবর্দ্ধন

আমার কাছেত ঐ একই কথা হ'ল ধর্ম্মাবতার। আমি সাধারণ

মানুষ। আমি—আমি—আমার বুক—আমার মাথা—

জজ

মিঃ মিত্র শান্ত হোন। কাঠগড়ায় উঠলে নার্ভাস হওয়া বিচিত্র নয়। আপনাকে ভয় দেখানোও হয়নি। ঠাণ্ডা হ'য়ে উত্তর দিন। ক্ষতিপূরণ যদি না পান—কখন আপনি মেশিনটি ফেরৎ দেবেন?

গোবর্দ্ধন

আমার মাথাটা খালি খালি লাগছে।

জজ

( কড়া স্বরে ) শুনুন মিঃ মিত্র।

গোবর্দ্ধন

ঐ আবার। আবার আমায় ভয় দেখাচ্ছেন। আমি মরে যাব। না, আমি অজ্ঞান হ'য়ে যাব। ( টলতে থাকে )

জজ

বসুন মিঃ মিত্র।

গোবর্দ্ধন

যদি উল্টে পড়ে যাই?

জজ

( মধুকে ) বসুন। এবার বলুন, যদি ক্ষতিপূরণ—

গোবর্দ্ধন

জল খাব।

( জজের আদেশে জল আসে। গোবর্দ্ধন পান করেন )

জজ

সুস্থ বোধ করছেন?

গোবর্দ্ধন

না।

জজ

কেন? আবার কি হ'ল?

গোবৰ্দ্ধন

গুমোট।

জজ

গুমোট? কই, আজকের আবহাওয়াতে—

গোবৰ্দ্ধন

আমি ও আবহাওয়ার কথা বলছিনা ধর্মাবতার, কোর্টের আব হাওয়া—

জজ

(দত্তকে) মক্কেলকে ডাক্তার দেখিয়েছেন?

দত্ত

হ্যাঁ ধর্মাবতার। সার্টিফিকেট আছে। সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্ক।

জজ

মস্তিষ্কের কথা নয়। ফিটের রোগ আছে?

দত্ত

আমার জানা নেই।

গোবৰ্দ্ধন

ধ্যাৎ, আগে কখনো হয়নি।

জজ

আমার ধারণা সাক্ষী উত্তর দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। তবু জিজ্ঞাসা করি মি: দত্ত আপনি কি মুলতুবী চান?

দত্ত

আজ্ঞে হাঁ—যদি—

জজ

আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে সাক্ষী অসুস্থ। না হ'লে আমি বাধ্য হব আমার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে। কোর্টকে অবমাননার দায়ে—

গোবৰ্দ্ধন

আমার ভয় দেখাচ্ছেন ধর্মাবতার? তার মানেত কারাদণ্ড।

জজ

মিঃ দত্ত ! আপনি কি মুলতুবী দাবী করেন ?

দত্ত

আমি একটু মক্কেলের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই ধর্ম্মাবতার।

জজ

করুন।

( দত্ত ও এটর্নী মুখার্জ্জী প্রাণপণে মিত্রকে কি সব বোঝান )

দত্ত

ধর্ম্মাবতার সাক্ষী এখন অনেকটা সুস্থ।

জজ

ভাল। ক্ষতিপূরণ না পেলে, কখন আপনি মেশিনটী ফেরৎ দেবেন ?

গোবর্দ্ধন

যখন হোক।

জজ

যখন মানে কখন ?

গোবর্দ্ধন

দিনের আলো যতক্ষণ থাকবে।

জজ

যদি আপনার সঙ্গে সময় স্থির করে দিনের বেলা যাওয়া হয়, তাহলে আপনি মেশিন ফেরৎ দেবেন ?

গোবর্দ্ধন

মিঃ রায়ের মেশিন। তিনি ফেরৎ পাবেন না কেন বলুন।

জজ

ধন্যবাদ।

দত্ত

ধন্যবাদ।

দত্ত

( মিত্র প্রস্থানোদ্যত )

না, যাবেন না মিঃ মিত্র। আমার শ্রদ্ধেয়া বন্ধু আপনাকে প্রশ্ন করবেন।

নীতা

[ উঠে এগিয়ে যায় ] মিঃ মিত্র। কোর্টে আপনি যে আচরণ করলেন, বাইরে আপনার আচরণের আন্দাজ কি এথেকেই করে নেব ?

দত্ত

আপত্তিজনক প্রশ্ন ধর্মাবতার।

নীতা

আমি সাক্ষীকেই জিজ্ঞাসা করি, আমার প্রশ্নটা কি আপত্তিজনক ?

গোবর্দ্ধন

মোটেও না। কোর্টের বাইরে আমি সম্পূর্ণ—

নীতা

সুস্থ এবং স্বাভাবিক, কেমন ?

গোবর্দ্ধন

হ্যাঁ।

নীতা

তাহলে, আপনার আচরণ শুধু কোর্টের মধ্যেই এরকম।

গোবর্দ্ধন

হ্যাঁ।

নীতা

আপনার বয়স, কত মিঃ মিত্র ?

দত্ত

আমি বুঝতে পারছিনা ধর্মাবতার, মামলার সঙ্গে এ প্রশ্নের কী সম্পর্ক ?

নীতা

ধর্ম্মাবতার, এভাবে বাধা দিলে—

জজ

বাধা দেবেন না মিঃ দত্ত।

নীতা

ধন্যবাদ ধর্ম্মাবতার। মিঃ মিত্র আপনার বয়স কত?

গোবর্দ্ধন

বাবা জানেন।

নীতা

আন্দাজ করেছিলুম। আপনার কখনো মাম্‌স্ হয়েছিল?

গোবর্দ্ধন

না।

নীতা

আমার মক্কেলকে আপনি বলেননি যে আপনার এবং আপনার বাড়ীশুদ্ধ সকলের মাম্‌স্ হয়েছে, আর আপনার স্ত্রীর Pox?

গোবর্দ্ধন

হাঁ, এমনি কি যেন একটা বলেছিলাম।

নীতা

ঘটনাটি তাহলে সত্য নয়?

গোবর্দ্ধন

নিশ্চয়ই না।

নীতা

আমার মক্কেলের কাছে অসত্য কথা কেন বল্লেন মিঃ মিত্র!

গোবর্দ্ধন

আমি তাঁকে এড়াতে চেয়েছিলুম।

নীতা

কেন?

গোবৰ্দ্ধন

সেই সময়ে মেশিন ফেরৎ দেওয়ার অসুবিধে ছিল।

নীতা

অসত্য না ব'লে, সেই কথাটাই তাঁকে জানালেন না কেন?

গোবৰ্দ্ধন

মিঃ রায়ের আচরণ প্ররোচনামূলক ছিল। আমি এমনি শান্ত—কিন্তু উত্তেজিত হ'য়ে গেলে আমি—

নীতা

অন্য রকম হ'য়ে যান। কেমন?

গোবৰ্দ্ধন

হ্যাঁ।

নীতা

সেই রকমটা কি রকম মিঃ মিত্র?

গোবৰ্দ্ধন

এই ধরুন যাকে বলে—

নীতা

যাকে বলে? বলুন—বলুন—

গোবৰ্দ্ধন

মানে— মানে—এই ইয়ে—

নীতা

অদ্ভুৎ কিছু?

গোবৰ্দ্ধন

হ্যাঁ— না— মানে

নীতা

অদ্ভুৎ। আপনি উত্তেজিত হলে অদ্ভুৎ হয়ে যান কেমন?

গোবৰ্দ্ধন

হ্যাঁ।

নীতা

তাহলে মিঃ রায়ের কাছে আপনি অদ্ভুৎ হতে চেয়েছিলেন, কেমন

গোবৰ্দ্ধন

হ্যাঁ।

নীতা

আপনার এই অদ্ভুৎ হওয়াটাকে মস্তিষ্ক বিকৃতি বলে ধরে নে

অন্যায় হবে কি ?

গোবৰ্দ্ধন

নিশ্চয় অন্যায়। অদ্ভুৎ মানে উন্মাদ নয় ?

নীতা

আপনি কি সকলের কাছেই এমন অদ্ভুৎ হন ?

গোবৰ্দ্ধন

সকলের কাছে ? নাঃ, তা কেন হব ?

নীতা

তাহলে, শুধু আমার মক্কেলের কাছেই আপনি অদ্ভুৎ হয়েছি

কেমন ?

গোবৰ্দ্ধন

হ্যাঁ।

নীতা

তাহলে কি বুঝতে হবে আমার মক্কেলকে উত্যক্ত করাই আপ

উদ্দেশ্য ছিল ?

গোবৰ্দ্ধন

হ্যাঁ।

নীতা

তাঁর সদয় ব্যবহারের যোগ্য প্রতিদানই বটে ! তাই না মিঃ মিত্র

গোবৰ্দ্ধন

না। আমি স্বীকার করি কাজটি আমার অকৃতজ্ঞের মতো হ'য়েছিল। মেজর সুধাংশুবাবুর কাছে তাইই বলতে পারতেন। অদ্ভুত, অকৃতজ্ঞ আমি হ'তে পারি, কিন্তু উন্মাদ বা চোর ত নই।

নীতা

বাদী মেশিনটি ধার দিয়ে, আপনার প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করেছেন—একথা কি আপনি স্বীকার করেন?

গোবৰ্দ্ধন

বারে, তা করিনা? আজকাল কেউ এসব ধার বড় একটা দেয়ই না।

নীতা

ধর্মাবতার! বাদীর উদারতার প্রতিদানে প্রতিবাদীর এই অদ্ভুত হ'তে চাওয়াকে, আমি উন্মাদের আচরণ বলে আখ্যা দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করছিনা।

গোবৰ্দ্ধন

বারে? উন্মাদ ভাববেন কেন? বিরক্ত হ'তে পারেন।

নীতা

আচ্ছা, এখন আপনি আসুন।

(নমস্কার করে গোবর্দ্ধনের প্রস্থান)

এবার আমি বাদীকে সরাসরি আহ্বান করতে চাই।

জজ

করুন।

(বিনয়েন্দ্রের প্রবেশ, যথারীতি শপথ গ্রহণ)

নীতা

মেজর শ্রীবিনয়েন্দ্র রায়, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব। আপনি যখন প্রতিবাদীকে চোর বা উন্মাদ আখ্যা দেন, তখন কিসের ভিত্তিতে ওকথা বলেন?

মেজর

প্রতিবাদীর আচরণে আমার সে বিশ্বাস জন্মেছে এবং আমি এখনো তা বিশ্বাস করি।

নীতা

ধন্যবাদ। ( বসে পড়ে। দত্ত উঠে দাঁড়ান )

দত্ত

আপনি এখনো তাই বিশ্বাস করেন ?

মেজর

নিশ্চয়।

দত্ত

এবং প্রতিবাদী আপনার মেশিনটী চুরি করেছেন ?

মেজর

নিশ্চয়। কারণ এখনো মেশিনটী আমি ফেরৎ পাইনি। শুনেছি অবশ্য সেটি এখনও তাঁর বাড়ীতেই আছে।

দত্ত

আছে কিনা সেটাত দেখে এলেই প্রমাণ হবে।

মেজর

আর যদি থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আমি ফেরৎ পাবার অনুমতি পাব ?

দত্ত

সেটা আলাদা প্রশ্ন।

জজ

কেন মিঃ দত্ত ? আপনার মক্কেল স্বীকার করেছেন, মেশিন ফেরৎ না দেওয়ার কারণ তিনি অদ্ভুৎ হ'তে চেয়েছিলেন। ফলে, বাদীর মামলা সবল ভাবেই প্রমাণ হ'য়ে গেছে। এখন বাদীর মেশিন না পাওয়ার ত কোনো কারণ নেই।

দত্ত

ধর্মাবতার। অসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে জানাচ্ছি--কুৎসা সংক্র
মামলার বিষয়ে আমার বিশেষ একটি বক্তব্য পেশ করার আছে।

জজ

এখন নয় মি: দত্ত। মেশিনের দাবী সংক্রান্ত মামলা চল
সে সম্বন্ধে কোন বক্তব্য থাকলে তাই শুধু বলতে পারেন।

দত্ত

ধর্ম্মাবতার গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জানাচ্ছি—আমি ধর্মাবতা
প্রতি বিন্দুমাত্র অসম্মান প্রকাশ করছি না—কিন্তু এ আদেশ ব
কেমন করে—

জজ

তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি মেশিন ফেরৎ দেওয়ার বি
আপনার কোনো যুক্তি নেই।

(জজ রায় লিখতে সুরু করেন

দত্ত

আমি তা বলিনি ধর্মাবতার—মামলার এই স্তরে সে সঁ
আমি কেমন করে দেব?

জজ

বেশত মিঃ দত্ত—আমি রায় দিচ্ছি।

দত্ত

(ব্যাকুল হ'য়ে) কিন্তু-কিন্তু, আপনি তা পারেন না ধর্মা
বাদীর সাক্ষ্য চলাকালীন রায় আপনি দিতে পারেন না।

জজ

তাই নাকি?

দত্ত

ধর্মাবতার, আমায় অত্যন্ত বিপদে ফেল্লেন।

জজ

এমন কোনো বিপদ নেই, যা আপনি অতিক্রম করতে পা

না মিঃ দত্ত।

দত্ত

কিন্তু ধর্মাবতার—

জজ

বসুন। [দত্ত বসে পড়েন ধপ্ করে]

প্রতিবাদী পক্ষের আইনজীবি মিঃ দত্তের সারগর্ভ বক্তৃ

সওয়াল-জবাব, এই মামলার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমায় য

আলোকপাত করেছে। আমি সুনিশ্চিত বিশ্বাসে রায় দিচ্ছি।

মিঃ রায়ের মেশিন ফেরৎ না দেওয়া প্রতিবাদীর পক্ষে অ

গর্হিত কাজ হয়েছে। ফেরৎ না দেওয়ার স্বপক্ষে প্রতিবাদীর কো

যুক্তি নেই এবং তাঁর আচরণ অত্যন্ত অসামাজিক।

কারণে আমি আদেশ করব, অবিলম্বে মেশিনটী বাদীকে

দিতে হবে, আটক রাখার জন্য প্রতিবাদীকে ৫০০ টাকা ক্ষ

দিতে হবে এবং মামলার সমস্ত ব্যয় প্রতিবাদীকে বহন করতে হ

(আলো নিভে যায়)

## ॥ ছয় ॥

[ প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ। সরলা উল বুনছেন। সুতপা ফুল সাজাচ্ছে ]

সুতপা

তুমি যাই বল পিসিমণি—এ কিন্তু বাবার ভীষণ বাড়াবাড়ি।

সরলা

আর বলিসনি। দাদার চেহারা দেখে আমার বুকের ভেতরটা কাঁপছে। অবিকল বাবার মূর্ত্তি। একটা মামলা জিতেই—একি এ্যা? কী সর্ব্বনেশে নেশা! আমি বলছি তপু, এতেই কাল হবে। বাবার বেলাতেও'ত দেখলুম! আরে বাবা, বার বার কি জেতা যায়?

সুতপা

আর দরকারটাই বা কি? মামলায় জিতেছো, মেশিন ফেরৎ পেলে। এক পয়সাও খরচ হ'লনা, উল্টে ৫০০৲ খেসারৎ পেলে। তবে?

সরলা

আমি প্রথম থেকে বারণ করেছিলুম মামলার রাস্তায় যেওনা, যেওনা। তা তোরা পাঁচজন মিলেইত দিলি দাদাকে ক্ষেপিয়ে—এখন সামলাও।

সুতপা

বারে আমি ক্ষেপিয়েছি? ঐ গোবর্দ্ধন মিত্তিরইত। যাই হোক, তারওত শাস্তি কম হ'লনা। সে এখন মিটমাট করার জন্য হাঁক্ পাঁক্ করে বেড়াচ্ছে। একবার একে ধরে, একবার তাকে ধরে—বেচারা। মিটমাট ক'রে নিলেই হয়, সে যখন চাইছেই—

( মেজরের প্রবেশ )

মেজর

No. চাইলেও মিত্তির এখন তার মামলা তুলে নিতে পারবে না।

সুতপা

উনি যদি না লড়েন, তাহলে ?

মেজর

ওকে বাধ্য করব। আমি ছাড়বনা।

সুতপা

কিন্তু শুধু শুধু—

মেজর

( অসন্তু দৃষ্টিপাত ) কোনো কিন্তু নেই। হাতের তীর একবা ছুটে গেলে আর ফেরানো যায়না। ল'ড়ে জিততে হয়। আমি জিতেছি। হিম্মত থাকে ও-ও জিতে নিক।

সরলা

টাকা খরচের ছুতো।

মেজর

What ! ও দেড় হাজার দাবী করেছিল না? ড্যামেজ ? আমি আদায় করব পাঁচ হাজার।

সরলা

দাদা, এ সর্ব্বনেশে খেলা ছাড়ো। পায়ে পড়ি।

মেজর

খবদ্দার। চোখের জলটল ফেলে আমায় গলাবার চেষ্টা করো না। আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি তোমাদের। কোনো কথা শুনবে না। ওকে আমি উচিত শিক্ষা দেবোই।

সরলা

( প্রসঙ্গ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ) ও তপু। কেকটা নামানো হ'ল কিনা দেখে আয়, বাবুর্চিটা আবার পুড়িয়ে না ফেলে।

মেজর

এ্যাঁ? ওদের হাতে ছেড়ে দিয়েছো? কতবার বলেছি নিজে একটু তদারক করবে—

সরলা

আরে বাবা না। আমি চড়িয়ে এসেছি, তপু নামাবে।

( তপুর প্রস্থান )

শোনো কথা আছে।

মেজর

কী?

সরলা

সমরবাবুকেত একটা জবাব দিতে হয়। আরত ঝুলিয়ে রাখা যায় না।

মেজর

কে সমরবাবু?

সরলা

কে সমরবাবু? উঃ। সাতকাণ্ড রামায়ণের পর এখন বলছ কে সমরবাবু? তোমার আগ্রহে পড়েই এতোদিন তাঁর সঙ্গে কথা চালালাম। তিনি রাজী। তাঁর ছেলেমেয়ের মতও পাওয়া গেছে। সমরবাবু লিখেছেন আসছে ৮ই ফাল্গুন নাকি দারুণ শুভদিন—তাই ঐ লগ্নেই জোড়া বিয়েটা—

মেজর

৮ই ফাল্গুন দারুণ শুভদিন? উঁ?

সরলা

হ্যাঁ। তারপর আর ছ মাসের মধ্যে অমন দিন নেই।

মেজর

তাহলে ৮ই ফাল্গুনই হবে। জোড়া বিয়ে হবে।

সরলা

হবে? তাহলে তুমি পাকা কথা দিচ্ছ দাদা?

মেজর

খবরদার। কাঁচা কথা মেজর রায় বলেনা। তবে সমর বাবুকে তোমার কিছু জানানোর দরকার নেই।

সরলা

তুমি জানাবে? তাহলে ত ভালই হয়। উনি ভীষণ ব্যস্ত হয়েছেন।

মেজর

জানানো হয়েগেছে। পাকা কথা আমি দিয়ে দিয়েছি।

সরলা

দিয়েছ? কবে?

মেজর

কাল বিকেলে।

সরলা

কাল বিকেলে? আজ সকালে তাহলে উনি অমন ব্যস্ত হ চিঠি পাঠালেন কেন?

মেজর

তা রিটায়ার্ড জাষ্টিস্ চন্দ্রমাধব সেনকে আমি কথা দিলে, স বোসের ব্যস্ত হতে তো কোনো বাধা নেই।

সরলা

রিটায়ার্ড জাষ্টিস্ চন্দ্রমাধব সেন? তিনি আবার কে?

মেজর

আমার এক নতুন বন্ধু।

সরলা

তাঁরও ছেলেমেয়ে দুইই আছে ?

মেজর

আছে। ছেলেটী এটর্নী আর মেয়েটী ব্যারিষ্টার।

সরলা

এঁ্যা, তবে ?

মেজর

( ভেংচে ) তবে ?

সরলা

দাদা— অমিয় ! নীতা ! দাদা ?

মেজর

খুব খুসী খুসী মনে হচ্ছে ?

সরলা

ভীষণ, ভীষণ খুসী হয়েছি দাদা।

মেজর

তাহলে এতক্ষণ সমর বোসের হয়ে ওকালতি করছিলি কেন ?

সরলা

ওতো মিছি মিছি।

মেজর

মিছি মিছি ?

সরলা

হঁ্যা মিছি মিছি। দারুণ হারিয়ে দিয়েছ।

মেজর

দিয়েছিত ! হা—হা—হা—। আর লাগবি আমার পেছনে ?

সরলা

তা বড়যে এটর্নী ব্যারিষ্টার ঘরে আনছো ?

মেজর

ও তুই বুঝবিনে। বাড়ীতে এটর্নী ব্যারিষ্টার থাকা ভাল।

সরলা

(দুষ্টু হেসে) ভাল?

মেজর

নিশ্চয়। দরকারে অদরকারে পরামর্শ পাওয়া যায়। এইত মিত্তিরের মামলাতেই ওদের দরকার হবে। যাকগে। যাও, ছেলে-মেয়েদের খবরটা দাও। কাল থেকে ত সব মুখ হাঁড়ি করে ঘুরছে।

সরলা

ও তপু ও সঞ্জু —তোরা কোথায়।

(গম্ভীর মুখে দুজনের প্রবেশ) সঞ্জয়

কি হয়েছে?

সুতপা

এত ডাকাডাকি কেন?

সরলা

দাদা তুমি বল, আমি যাই। ড্রাইভারকে ভবানীপুরে পাঠাই। মিষ্টি আনতে হবেত?

(প্রস্থান)

মেজর

(গম্ভীর ভাবে) বস, বস তোমরা। শোন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী ৮ই ফাল্গুন —

(টেলিফোন বেজে ওঠে। বাধা পেয়ে মেজর বিরক্ত। সঞ্জয় টেলিফোন ধরে, নাম শুনেই হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে)

মেজর

কে?—আরে কি হ'ল? কে কথা কইছে?

সঞ্জয়

আজ্ঞে—ইয়ে—

মেজর

ইয়ে ? ইয়ে কে ?

সঞ্জয়

( তোত্‌লায় ) গো—গো—গোবৰ্দ্ধন মিত্র।

মেজর

( লাফিয়ে ওঠেন ) এ্যাঁ ! দেখি দেখি। ... ... হ্যাঁ আমি মেজর বিনয়েন্দ্র রায় কথা বলছি। কি চাই আপনার? No never. আর তা হয় না। আমি মামলা লড়ব।— তাই নাকি ? তা আগে মনে হয়নি কেন এসব তত্ত্ব কথা? কাকে ? সঞ্জয়কে ? কেন? আবার মেশিন ধার চাই ? শুনুন মশাই। ও আমারই ছেলে।— হ্যাঁ আমার সিদ্ধান্ত আমি জানিয়েই দিয়েছি। তার নড় চড় হবেনা। কোর্টেই দেখা হবে।

( ঝপ্ ক'রে ফোন রেখে )

সুতপা

বাবা ! এর কিন্তু কোনো মানে হয় না। শুধু শুধু—কোর্টঘর করা।

সঞ্জয়

সে যখন মিটমাট করতে চাইছে—

মেজর

আমিও এক সময়ে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে সুযোগ মিত্তির আমাকে দেয়নি।

সঞ্জয়

আহাহা—তার জন্য খেসারত ত দিয়েছে।

সুতপা

এখন ছেড়ে দেওয়াই উচিত।

মেজর

No never. ছাড়বনা। আমি শোধ নেবই।

সঞ্জয়

যদি হেরে যাও? সব মামলাতেই জিতবে এমন ত কোনো কথা নেই!

মেজর

হারব? নীতা মা আমায় বলেছে, কুৎসার মামলায় জেতার রাস্তা পাকা হয়ে গেছে আমাদের মামলাতেই।

সঞ্জয়

হাঁ। নীতা ত সব বোঝে?

মেজর

(ভ্রূকুটি) না। নীতা বোঝেনা, তুমি বোঝো। Rubbish.

(গট গট করে বাইরে চলে যান)

(ভাই বোন গালে হাত দিয়ে বসে থাকে)

সুতপা

এই দাদা, গালে হাত দিয়ে ব'সে থাকলেই চলবে? একটা কিছু Plan বার কর!

(অদিপের প্রবেশ)

সঞ্জয়

Plan! আসছে নারে?

অদিপ

কি আসছেনা সঞ্জয়?... ....

সুতপা

তুমি একলা? নীতাদি এলনা?—দাদা তোরা plan কর। আমি নীতাদিকে ধরে আনি।

অধিপ

কিসের Plan সঞ্জয় ?

সঞ্জয়

আর বলিসনে এ এক আচ্ছা জ্বালা হ'ল। মামলা লড়বার জন্যে Plan, আবার থামাবার জন্যেও Plan !

অধিপ

কি আর করা যাবে বল্ ? শোন্ এক কাজ করা যাক। আমি বলি কি, আয়, আজ না ঘুমিয়ে সারারাত জেগে দুজনে বসে বসে ভাবি।

সঞ্জয়

ভাবতেই হবেরে। আর এক পয়সাও মামলার জন্য খরচ করা চলবেনা। এই দু' মাসে কত টাকা বেরিয়ে গেল জানিস্ ?

অধিপ

জানব কি করে ? হিসেব দিবি, তবেত ?

সঞ্জয়

শোন্, হিসেব করেছি। ( ডাইরী বার করে ) মামলা খরচ খাতে— এটর্নীর ফি, যাতায়াত, কোর্ট ফি, কেরাণী মুহুরীর খরচ মিলিয়ে মোট ১৪০৭.৮৭ নয়া পয়সা।

( নীতা ও সুতপা পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ায় ওদের পেছনে )

সঞ্জয়

মিস্ত্রিরের খরচ দু' মাসে ৮০০৲। মোট—২২০৭৮৭ নয়া পয়সা।

অধিপ

ওরে বাবা। বাজেট ছাপিয়ে গেল যে। বাবা অবশ্য, মিস্ত্রিরের খরচ দেবেন বলেছেন। কিন্তু তাতেও আমাদের—উফ্।

সঞ্জয়

এই, একটু ভুল হচ্ছে হে। ব্যারিষ্টারের ফিটা বাদ যাবে।

অধিপ

বাদ যাবে ?

সঞ্জয়

যাবেনা ?

অধিপ

তাহলে ত দিদিকে বলতে হবে।

সঞ্জয়

বলতে ত হবেই। নাঃ ওদের বলবেনা ?

অধিপ

আমি বলতে চাইনা। মেয়েদের পেটে কথা থাকেনা।

সঞ্জয়

কিন্তু ভাই গোপন করা খুব Risky. কোন্ দুর্বল মুহূর্তে বেরিয়ে পড়বে—তাই নিয়ে আবার উল্টো Politics হবে।

অধিপ

বলছিস্ ?

সঞ্জয়

বলছি।

অধিপ

ভেবে বলছিস্ ?

সঞ্জয়

ভেবেই বলছি।

অধিপ

সঞ্জু !

সঞ্জয়

দীপু, না ব'লে পারব না রে। পেট ফেটে মরে যাব। এই দু'টি মাস কেবলই পেটের মধ্যে কি রকম করছে জানিস ? কুল-কুল, কুলকুল, কুল-কুল-কুল-কুল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছি।

অধিপ

আমিও রে। বলতে না পেরে দম্ ফেটে যাবার যোগাড়। তাহলে

সঞ্জয়

বলতেই হবে যে—

সুতপা ও নীতা

যে মামলাটা সম্পূর্ণ সাজানো। মেশিন নেওয়া থেকে, fine নে পর্যান্ত। and how dare you !

( কোমরে হাত দিয়ে দুজনের মুখোমুখি দাঁড়ায় দুজনে )

সঞ্জয়

তা-তা কি করব ? বাবার কাছে তোমাদের প্রিয় করে তুলতে হবে ত ?

নীতা ও সুতপা

কোনো কথা শুনতে চাইনা। প্রতিজ্ঞা কর।

( সঞ্জয় ও অধিপ হাত জোড় করে )

সঞ্জয় ও অধিপ

করলাম। কী প্রতিজ্ঞা বল ?

নীতা ও সুতপা

জীবনে কোন কথা লুকোবেনা আমাদের কাছ থেকে।

সঞ্জয় অধিপ

না, লুকোবোনা কোনো কথা জীবনে তোমাদের কাছ থেকে।

( বাইরে মেজরের গলা। তড়িৎ বেগে নীতা ও সুতপা কৌচের পিছনে লুকোয় )

অধিপ

আরে, আরে এই লুকোচ্ছ কেন ?

সঞ্জয়

আর তো ভয় নেই—হাওয়া ঘুরে গেছে ।

নীতা সুতপা

ওরে বাবা। না—না। please বলো না।

( মেজর ও চন্দ্রমাধব সেন প্রবেশ করেন )

চন্দ্র

Hallo Gentlemen. দেখলে তো, আমার diagno correct ? একটা মামলা জিতেই তোমাদের বাবা কিরকম চ হয়ে উঠেছেন ! বলছেন আবার এক হাত লড়ে যাবেন ।

মেজর

কথাটা ঠিক। মামলাকে আর ভয় করিনা। ঐ মিত্তিরকে অ দেখে নেবো।

চন্দ্র

কই হে বোস তোমরা। দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

( ওরা নীতা সুতপাকে আড়াল করবার জন্য কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থা কোচের দুপাশে )

অধিপ

না—না—ঠিক আছে।

সঞ্জয়

এই ত বেশ—আছি।

চন্দ্র

( দুই বৃদ্ধ দৃষ্টিবিনিময় করে ) মেয়ে দুটো কোথায় গেল —গলা আওয়াজ পাচ্ছিলাম যেন—

অধিপ

( চট্ ক'রে ) মানে তপু ? মানে এখানেইত—

সঞ্জয়

(বেয়ারার প্রবেশ)

তপু—তপু ?

বেয়ারা

মিসি বাবা ত এখনো ফেরেন নি।

(বৃদ্ধের মুখে দুষ্টুমির হাসি ফুটে ওঠে)

সঞ্জয়

আচ্ছা আচ্ছা তুই যা। বাবা চা দিতে বলব ?

মেজর

বল।

সঞ্জয়

Boy ! চা নিয়ে আয়। পিসীমা কেক্ করেছেন, নিয়ে আসিস

(বেয়ারার প্রস্থান)

সঞ্জয়

মেসোমশাই, কেক্ ভা-ভালবাসেন ? পিসীমা নিজের হাতে—

চন্দ্র

খুব ভালবাসি। এস বস—এক সঙ্গেই চা কেক্ খাওয়া যাবে।

অধিপ

ঠিক আছে, ঠিক আছে—

সঞ্জয়

আর, আসুক'ত চা। boy টার নড়তে চড়তে এক ঘণ্টা।

চন্দ্র

ততক্ষণ তোমরা দাঁড়িয়েই থাকবে ?

সঞ্জয় ও অধিপ

না দাঁড়াবো কেন ? ঠিক আছে—মানে—

( মেজর চন্দ্রনাথবাবুকে ইসারা ক'রে সুরু করেন )

মেজর

হুঁ। তারপর যে আলোচনা হচ্ছিল। এদের সামনেই চলতে পারে—। ওদেরই কথা তো। ( সঞ্জয় অধিপ উৎসুক )

অনীতা যে আপনার বন্ধু সমর বোসের মেয়ে তা কি আগে জানতাম ?

চন্দ্র

ধরেছে এসে। আমি না বলতে পারলাম না মিঃ রায়।

মেজর

আহা—না বলবেন কেন! না বলবেন কেন? না বলার মত পাত্রী'ত নয় ?

চন্দ্র

তাই ছুটে এলুম। আপনার মত পেলে—কাল সকালেই আসবে সমর—

মেজর

আমার খুব মত আছে। অনীতার ভারী মিষ্টি গলা। ওর একটী ভাই আছে না ? অরুণ ? শুনেছি সে নাকি—

চন্দ্র

ঠিকই শুনেছেন। কাজে কর্মে চমৎকার ছেলে। Very promising. আপনার সুতপার জন্যত—

( অধিপ সঞ্জয় শুকিয়ে উঠেছে। সঞ্জয় ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করে )

সঞ্জয়

কাদের কথা হচ্ছে বাবা ?

মেজর

তোমার কথা বাবা। I mean আমার ভাবী পুত্রবধূর।

সঞ্জয়

এঁ্যা ?

মেজর

ভয় নেই বাবা। তোর ইচ্ছেই রইল। অনীতা

সঞ্জয়

( আর্তনাদ ) বাবা—

মেজর

( মুচ্‌কি হেসে ) লজ্জা পাচ্ছে।

চন্দ্র

তা'ত একটু পাবেই—

সঞ্জয়

( তার স্বরে প্রতিবাদ ) না—না—

চন্দ্র

( হেসে ) তাহলে কালই সমরকে আপনার কাছে নিয়ে আসব। কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে যাক। ঘটক বিদায়টা কিন্তু আমি ছাড়ছিনে।

( দুজনে হেসে ওঠেন )

( নীতা ও সুতপা উঠে দাঁড়িয়েছে )

নীতা ও অধিপ

বাবা !

সঞ্জয় ও সুতপা

মেসোমশাই—

নীতা

এই ছিল তোমার মনে ?

অধিপ

তুমিতো প্রথম থেকেই

নীতা

সব জানতে—

সঞ্জয় ও সুতপা

সবই জানতেন—

নীতা ও সুতপা

তবে কেন— ও হো হো—

( দুজনে হ্যাঁ হ্যাঁ করে কাঁদতে সুরু করে। মেজর ও চন্দ্রমাধব যেন একটু চুপ থেকে, অট্টহাস্য ক'রে ওঠেন। সঞ্জয় অথিপ বুঝতে পারে ওদের নিয়ে ঠাট্টা করছিলেন বৃদ্ধেরা।)

সঞ্জয়

এই ঠাট্টা—ঠাট্টারে।

( মেয়েরা কান্না থামিয়ে বৃদ্ধদের মুখ দেখে, তারপর মিলিত হাসির রোল ওঠে। এই হাসির সঙ্গে হাসি মিলিয়ে দেয় গোবর্দ্ধন মিস্তিরও। সে নিঃশব্দে ঢুকেছিল। হাসি দেখে, হাসতে সুরু করে। হঠাৎ মেজরের নজর পড়ে। লাফিয়ে ওঠেন। ছেলেমেয়েরা মিস্তিরকে দেখে শুকিয়ে ওঠে।)

মেজর

তুমি? তুমি এখানে?

গোবর্দ্ধন

এলাম?

মেজর

( রেগে ) এলাম? তোমার সাহস ত কম নয়?

গোবর্দ্ধন

আজ্ঞে আমি—

মেজর

কোনো কথা শুনবোনা। বেরিয়ে যাও। Get out. কোর্টে দেখা হবে।

গোবর্দ্ধন

এই দেখুন দেখুন, নিজেরাই দেখুন। আমি কিন্তু নাচার। মেটা

চাইছি আপ্রাণ। উনি কিছুতে রাজী হচ্ছেননা। দেখুন স্যার—এখন আপনি যে ব্যবহারটা করলেন—এটা কিন্তু মানহানির—

মেজর

( গর্জন ) চোপরও। মানহানির ভয় দেখিওনা। নিজের ঘাড় বাঁচাওগে।

চন্দ্র

আহা-হা। তোমার এখানে আসার দরকার কি ছিল বাপু।

গোবর্দ্ধন

আপনি বুঝতে পারছেন না স্যার। ওঁর সিদ্ধান্তটা আমার জানা দরকার তো।

মেজর

সিদ্ধান্ত? জানিয়ে দিয়েছি। আমি মিটমাট করবনা। মামলা লড়বো।

গোবর্দ্ধন

লড়বেন?

মেজর

হ্যাঁ লড়বো।

গোবর্দ্ধন

তা লড়ুন! আমার কি? সঞ্জয়বাবু—আমার কিন্তু আর দোষ নেই। আমি নিজের পেশার দিকে টানছিনে, নইলে মামলা লড়তে আমার আর কি অসুবিধে বলুন? ও সঞ্জয়বাবু আপনি একটু বলুননা।

অধিপ ও সঞ্জয়

( সমব্যস্তে ) আপনি যান, দোহাই।

মেজর

ওরা কি বলবে? বলার কি আছে শুনি? মামলা আমার সঙ্গে তোমার। আমি তোমার ঘাড় ধরে ৫০০০ টাকা আদায় করে ছাড়বো।

গোবর্দ্ধন

তা করবেন। তবে টাকাটা আমার ঘাড় থেকে না আর কারো ঘাড় থেকে—সেটাই ভাববার বিষয়।

মেজর

তার মানে ?

চন্দ্র

আহা-হা—তুমি থাম না বাপু।

অসিত ও সঞ্জয়

আপনি যান না দাদা! আমরা বাবাকে সব বুঝিয়ে বলছি। বাবা—

মেজর

বোঝাবে? কি বোঝাবে? বোঝাবার কি আছে শুনি?

গোবর্দ্ধন

আজ্ঞে তা একটু আছে। আপনি যদি আপনার ছেলে আর জামাই-এর পকেট থেকে টাকা নিয়ে নিজের পকেট ভরাতে চান—

মেজর

(স্তম্ভিত) What!

চন্দ্র

তুমি থামবে কিনা?

মেজর

(লাফিয়ে এসে গোবর্দ্ধনের কলার চেপে ধরেন) What! কি বললে খুলে বল শয়তান নইলে তোমায় আমি—

গোবর্দ্ধন

বলছি ছাড়ুন ছাড়ুন—উফ্। (চন্দ্রকে) এবার কিন্তু !

টাকায় আর পোষাবেনা। এ একেবারে দৈহিক নিপীড়নের পর্য্যায়ে গেছে—। ৬০০ টাকার ১ পয়সা কমে—

( সঞ্জয় গোবর্দ্ধনের মুখ চেপে ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে যায় মেজর স্তম্ভিতের মত বসে পড়েন। অধিপ মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে নীতা সুতপা ভয়ে শুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে )

চন্দ্র

দেখুন মিঃ রায়। এদের কোনো দোষ নেই। আপনি কিছুতে আইনজীবি ঘরে আনবেন না— ওরা আর কিরে বলুন?—তাই—

( মেজর পাথরের মত বসে আছেন )

নীতা

আমরা কিন্তু কিছুই জানতাম না মেসোমশাই। বিশ্বাস করুন।

সুতপা

পথে আসতে আসতে গোবর্দ্ধনবাবু আমাদের ডেকে সব শোনালেন।

নীতা

তাই শুনেই ছুট্‌তে ছুট্‌তে আসছি, আপনাকে সব কথা বলোদেব বলে—

সুতপা

বিশ্বাস কর বাপি।

নীতা

( কাঁদ কাঁদ গলায় ) বিশ্বাস করুন মেসোমশাই।

মেজর

করতে পারি, এক সর্ত্তে।

( দুজনে হাঁটু মুড়ে ওঁর পায়ের কাছে ব'সে পড়ে )

নীতা

যা বলবেন, যে শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেবো।

মেজর

( ওদের তুলে ধরেন ) আসছে ৮ই ফাল্গুন তোমাদের বিয়ে
আর ১০ই ফাল্গুন হাইকোর্টে আমার হ'য়ে মামলা দায়ের করছো,
তা, তোমার বাবা, ভাই আর আমার পুত্রের বিরুদ্ধে। মানহানির,
০০০০ টাকা damage দাবী ক'রে।

নীতা

আমি খুব রাজী মেসোমশাই। আমি খুব রাজী !

চন্দ্র

দূর পাগলী। মেসোমশাই কিরে—বাবা বল ।

( নীতা লজ্জায় মেজরের বুকে মুখ লুকায়। তিনি
সস্নেহে মাথায় হাত রাখেন। সরলার প্রবেশ )

সরলা

দাদা—উইল-টা—?

মেজর

ছিঁড়ে ফেল্ ছিঁড়ে ফেল্— সকলে হাহা করে হেসে ওঠেন ।

যবনিকা